

Barcode : 4990010222980

Title - Homshikha

Author - Dutta, Satyendranath

Language - bengali

Pages - 182

Publication Year - 1907

Barcode EAN.UCC-13



হোমশিখা ।

ହୋମଶିକ୍ଷା ।

ଶ୍ରୀସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ-
ବିରଚିତ ।

କଳିକାତା :

ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେସ ଡିପଜିଟରୀ କର୍ତ୍ତୃକ
୩୦, କର୍ମଓରାଲିସ୍ ଟ୍ରାଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକାମିତ ।
୧୯୧୫ ।

ଏକ ଟଙ୍କା

কলিকাতা

৭৬ নং বলরাম দে স্ট্রীট,

মেট্রিকাল প্রেসে মুদ্রিত ।

ভূমিকা ।

‘হোমশিখা’র প্রথম কবিতাটি ভিন্ন সমস্ত কবিতাই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০৫ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ মহোদয়গণ আমার পূর্ব প্রকাশিত কবিতাপুস্তক ‘বেণু ও বীণা’ পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করায় আমি পুনর্ব্বার কবিতা পুস্তক প্রকাশে সাহসী হইলাম।

কলিকাতা ;
২১শে আশ্বিন, ১৩১৪।

}

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

উৎসর্গ।

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরব স্থল,
আমার পূজ্যপাদ পিতামহ,
স্বর্গীয় মহাত্মা
অক্ষয়কুমার দত্তের
স্মরণীয় নামে,
আমার সাহিত্য-চেষ্টার ফলস্বরূপ,
এই সামান্য কবিতাগ্রন্থ,
ভক্তির সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।

হোমশিখা ।

“স্বাঙ্গানং বিদ্বি ।”

“—To thine own self be true ;
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.”

—Shakespeare.

সূচী ।

বিষয়				পৃষ্ঠা
সবিতা	...	...	...	১
সোম	...	...	...	২৩
সর্বসংস্কার	...	...	...	৫১
সমীর	...	...	...	৬৯
সিদ্ধ	...	...	...	৮৭
স্বর্ণগর্ভ	...	...	...	১০৩
সাধিকের গান	...	...	...	১১৯
সাম্য-সাম	...	...	...	১৩৯

প্রাচীন বেদীর 'পরে, নূতন সমিধ্, সাজাইরা,—
 তীর্থ-জলে রচিয়া পরিখা,—
 'ব'সে আহি প্রতীকার, আকাশের গানে তাকাইরা,
 কেমনে আলিব হোমনিখা ?
 গগনে বাড়িল বেলা,— মানবের মেলা পথে ঘাটে,
 আচম্বিতে আয়ারি সকালে—
 বিদ্যাহ পড়িল খসি' ! সোনার মুড়িয়া শুক কাঠে,
 হোমনিখা উঠিল আকাশে ।

১৬২৮

হোমশিখা ।

সবিতা ।

“তত্‌সবিতুর্বরেণ্যং । ভর্গো দেবস্য ধীমহি । দियो যো ন প্রচোদয়াৎ ।”

“যেহাই বরেণ্য সবিতার । রমনীর দীপ্তি-দেবতার । আমাদের বুদ্ধি-বিধাতার ॥”

—বিশ্বামিত্র ।

“For I doubt not thro' the ages one increasing

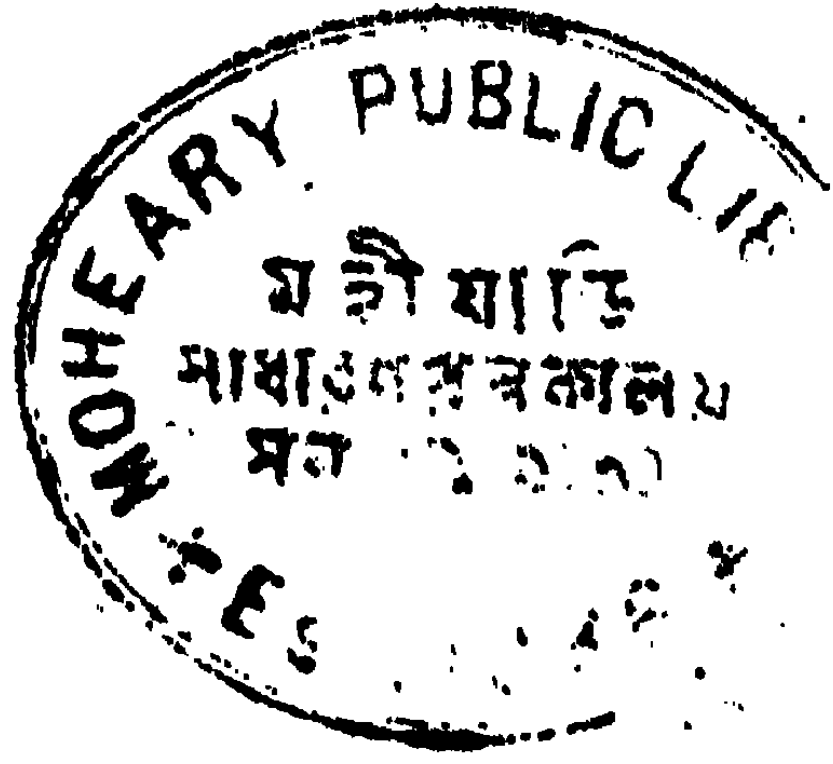
purpose runs,

And the thoughts of men are widened

with the process of the Suns.”

—Tennyson.

“Knowledge is power.”—Bacon.



হোমশিখা !

সবিতা ।

তিমির রূপিণী নিশা,—হে বিশ্ব-সবিতা !

তুমি দেব, নিখিল-কিরণ !

আলোকের আলিঙ্গনে রমিত তিমির,—

ফুল উষা—অপূর্ব মিলন ।

পুষ্পময়ী বহুধরা,—

হ্য-লোক আলোক-ভরা,—

জননিতা—সবিতা—সবার !

বরণীয়া—রমণীয়া—নিত্য-জানাধার !

হে সবিতা ! অবনীয়া নবীন বরসে,

আস্থানিত এমনি ভাবায়—

আর্য্য-ঋষি,—প্রকৃতির পুত্র প্রিয়তম,—

নিত্য নব জ্ঞান-পিপাসায় ।

হোমনিথা ।

গেছে চ'লে কতদিন,
তবু তুষা নহে ক্ষীণ ;
কি অতীতে বর্তমানে কিবা,
জ্ঞান-তুষা মানবের জলে নিশি দিবা ।

উষার উষার তাই আস্থানি' তোমার,—
আলোক—উৎসাহ—আশা—জ্ঞান !
শুধু হ'ক তদ্ভ্রাময় অবসাদ-মাথা—
ঝিল্লীরব—কুহকের তান ।
না হ'লে নিদ্রার কোলে
আবার পড়িব চ'লে,
সঙ্গী যত—চলে যা'বে ফেলে,
রহিব পিছনে একা—কাঁদিতে বিফলে ।

অসিত বরণ তব বৈজালিকগণ—
আগমন করি'ছে ঘোষণা ;—
নীরস কর্কশ স্বর,—তবু লাগে ভাল—
তবু তা'ই শুনিতে বাসনা !
বাজিলে সমর-ভেরী
মাতি' উঠে রণ-করী,—
সে উৎসাহ মানে না বেদনা,
তখন আকাক্ষা তা'র অধুনা-তাড়না ।

এসেছে, এসেছে ধরা অঁধারের পারে !—

নীলাকাশে হাসিছে কিরণ ;

এস রবি, এবে তুমি কোন্ দিব্যালোকে ?

দিব্যালোক কর বিকীরণ !

অঁধার,—বনের মাঝে

লুকাইছে ভয়ে-লাজে,

সেথাও আলোক ছুটে আসে,—

জড়ায় লুকায় জড়ে বাঁচে অবশেষে !

সমুজ্জল সূর্যমায়—লোহিত আভার—

কি আনন্দ উঠিছে ফুটিয়া ;

বিহ্বলের বেগে ধায় হৃদয়-শোণিত,—

পুলক উঠিছে উথলিয়া !

নিতান্ত আপন যেন !

—নহিলে এমন কেন ?—

আছে যেন কত পরিচর,

আছে যেন অনন্তের স্মৃতি প্রীতিময় !

তবে কি, তবে কি তুমি পিতা পৃথিবীর—

বসুন্ধরা হৃদিতা তোমার ?

হে সবিভা, বিশ্ববাসী তাহারি সন্তান,—

তাই যুঝি আনন্দ অপার !

ধমনীতে তাই বুঝি,
তোমাতে হেরিয়া আজি
ছুটিছে শোণিত খরতর,
হৃদয়ের আকর্ষণ এ যে প্রভাকর !

ছিল দিন,—এ হৃদয়ে বহে যে শোণিত,
বহিত সে—ও তব হৃদয়ে ;
তখন ধরণী ছিল অন্ধে তব স্নেহে,
মহাশূন্যে পড়েনি লুটায়ৈ ।
সস্তানে আপন গুণ
না দেখিয়া, কি আশুন
জালিল যে হৃদয়ে তোমার !
মনঃকোভে ত্যজিলে তনয়া আপনার !

অভিমান, চ'লে যায় অভিমানী মেয়ে,
বিসর্জিতে অঁধারে জীবন ;
অমনি হৃদয় তব উঠিল কাঁদিয়া,—
নিবে গেল কোভের দাহন ।
অমনি সহস্র করে,
রোধিতে, কিরাতে ত্বাংরে
শতদিকে ছুটিল কিরণ ।
এমনি হে সস্তানের মেহের বন্ধন ।

তাহার' হৃদয়ে কেহ তোমারি মতন ;—

রূপে সম, নাহে মতে কত ;

অসীম তোমার স্নেহে, আগ্রহে, যতনে—

মরিল না ; ফিরিল না তবু।

ছুটে, ছুটে, ভেসে, ভেসে,

শান্ত, ধীরে হ'ল শেষে,

ফুটিল শ্রামল-হাসি মুখে ;

তবু সে ত' ফিরিয়া এল না তব বৃকে।

এখন সে শত শত সন্তানের মাতা ;

তবু বুঝি তোমার নয়নে—

আজিও সে, সেই ক্ষুদ্র অভিমানী মেয়ে ;

তাই যেন তৃপ্তিহীন মনে,—

হর্ষাবেগে অঙ্গে তা'র

বুলাইছ শতবার

স্বর্ণ-কর, হে বাপ-লোচন !

লভিল স্ববির অঙ্গ ফিরে হারাধন !

অলিতেহ চিরদিন তুমি হে যেমন,

অলে সমা ধরণী তেমনি ;

মানব — সে সিন্ধুনীরে বুঝুকের মালা,

তা'রও অলি'ছে দিনমণি !

বাহিরে শিক্তা ঢাকা,
শান্তির মাধুরী মাথা,
অস্তরে জলি'ছে মহানল,
অভিলাষ—আশা—ভ্রা—আকাজক কেবল!

অবিরাম, অবিশ্রাম জলি'ছে যেমন,
মোদের' এ ক্ষুদ্র হিয়া হায়—
বিশ্বের রহস্যময় দুঃখ-সুখে পড়ি'—
জলি'ছে হে জ্ঞান-পিপাসায় ।
অমৃত ফেলিয়া তাই
শুধু জ্ঞান-সুখ চাই ;
ঐক্যতার অঁধার সাগরে—
মানবের নিত্য সখা—জ্ঞান এ সংসারে ।

চল তবে, তব সনে হই অগ্রসর,—
আর' উর্কে অনন্ত গগনে,
তোমার উৎসাহ-কণা হৃদয়ে ধরিয়া
সহিব ও অসহ কিরণে ।—
যতদিন নাহি ফিরে
অঁধার হৃদয়-নীরে
উন্মিমালা, করি' ছুটাছুটি,
মাথিয়া কনক-আলো'—কিরণ-কিরীটী ।

অঁধারে অঁধার শুধু, চলেনা নয়ন,
আদিগাথা নিহিত যেথার ;
সে অঁধারে ফোটে আলো মুমূর্ষুর হাসি
তাঁহে শুধু মূর্তি ভীতিময় ।
তার পর উষা আসে
উজল লোহিত-বাসে—
সৌন্দর্য—কবিতা—আভরণ !
অবশেষে, তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ ।

চেতনা জাগিল জড়ে,—তরু—পশু—নর,—
আর্য্যজাতি বিকাশ চরম !
উজলিল সিদ্ধ-গিরি, কঙ্ক-গিরি শির,
আর্য্যদেরি প্রতিভা পরম ।
সে আলোকে আত্মহারা—
ভাসিল পুলকে ধরা,
বিশ্ববাসী লভিল পরাণ,—
ভারত তুলিল যবে জ্ঞানের নিশান !

ভারত দেখায় পথ বিশ্ব পিছে ধায়,—
সৌন্দর্য্যের পূজা শিখে নর ;
গাহিতে প্রভাতী তান—প্রকৃতি বন্দনা,
প্রকৃতির চিনিল ঈশ্বর !

হোমশিখা ।

চঞ্চল অনিল, বল,
সবিতা কিরণোজল,
নেহারি' বিশ্বরে নভশির ;
অমনি জ্ঞানের তৃষা—পর্যাপ্ত অধীর ।

অমনি হৃদয়ে কোটে করুনা-কুসুম,—
সে কবিতা—অক্ষর সে গান ;
জ্ঞানের—প্রাণের কথা অক্ষরে, অক্ষরে,
মর্মে তা'র আকাজ্জক তান ।

অসীম মনের বল—
চমকিল ধরাতল,—
ভারতের প্রতিভা বিপুল ;
তাই ভারতের নাম ভুবনে অতুল ।

হেথায় মানব-মনে প্রথম বিকাশ
সৌন্দর্য্য—কবিতা—যথুগান ;
হেথায় শিখিল নর জ্ঞানের আদর,
সভ্যতার প্রথম সোপান ।

জগতের ইতিহাসে,
স্বর্ণাকরে পুরোদেশে—
লিখে রাখ ভারতের নাম,
জগতের জ্ঞান-গুরু পুণ্যবর নাম ।

ভারত,—ভারত-মাতা, জননী আমার,
 আজি কেন তোমার সম্মান—
 অমস, অবশ হেন—প্রাণহীন সম?
 হারিয়েছে সে পূর্ব সম্মান।
 কোথা সে উৎসাহ, বল,—
 লজ্জিল যে বিদ্যাচল,
 কোথা আজি—কোথা আজি, হার,
 সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুখ যা'র।
 কোথা তা'রা?—শির পাতি' লয়েছে বাহারা,
 উপহাস শত অপমান,
 তবুও বলেনি শুধু মধুমর ধরা,—
 পরলোক নন্দন সমান।
 তা'দেরি সম্মান সব,
 —যা'দের জ্ঞান-বিভব
 ভারতের—বিশ্বের গৌরব :—
 তবু কেন, তবু কেন বোঝে না এসব?
 মিথ্য'ল যে মানবের কত ক্ষুদ্র জ্ঞান—
 কত ক্ষুদ্র ধারণা তাহার,
 আঁকিবে করনা-রবে কেমনে সে ছবি—
 অসম্মান বিশ্বের ব্যাপার ?

হোমশিখা।

কেন হ'ল চরাচর,—
কেন বা জন্মিল নয়,—
কে সৃজিল—কেন বা সৃজিল ?—
বিফল কল্পনা, হার, ভূষা না মিটিল ।

কোথা আজি, সুবিশাল হৃদয় বাহার
কৈদেছিল মানবের হৃদে,
ব্যাধি, জরা, মরণের কঠোর শাসন
শেল সম বিধিল যে বুকে ;
মেহের বাধন ছিঁড়ে,
রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে,
জগতে গাহিল শাস্তি-গান,—
'অহিংসা পরম ধর্ম'—ত্রিতাপ নির্ঝাণ ।

তা'দেরি সন্তান সব, তবে কেন হার,
সেই তেজ, সে উৎসাহ নাই ?
তা'রা যেন জ্ঞান-বজ্রে দীপ্ত হত্যাশন,—
অবশেষ—মোরা শুধু ছাই ।
অথবা এ ভয় মাঝে
যে অনল-কণা আছে
—বিষ তাহে হাসিবে না হার,—
হুৎকারে হুরার বৃষ্টি-নিধাসে মিশার ।

সাহসে বাঁধিয়া বুক,—হ'য়ে অগ্রসর,
ছুটেছিল জ্ঞান-পথে যা'রা,—
সহসা আবেশে, যেন স্বপনে বিভোর,—
নীরব, নিম্পন্দ, আত্মহারা ;
স্বপনে করিয়া ভুল,
হারা'ল জ্ঞানের মূল,
না বুঝে ত্যজিল জ্ঞান-ভূষা ;
ঠেলিল অমৃত-ভাণ্ড, হারাইল দিশা।

উর্দ্ধে যা'রা ছুটেছিল আলোকের পথে—
সবলে তেরাগি' ধরগীরে,
এবে তারা পাংগু মেঘ অশুভ, মলিন,
এল দেশ ঢাকিতে তিমিরে ।
সে মেঘে হ'লনা জল—
ধরাতল স্তনীতল,
তা'হে শুধু অশনি ভীষণ—
চপলা—চঞ্চল-আলো—বাঁধিল নয়ন ।

যে আলোকে আলোকিত গিরীশের শির,
চীনে চীনে জগতের লোক,
শিহরে শিহর বাহে রোমানকিত রোম,—
পারস্যানে পরম পুলক,—

হোমশিখা।

ভারতের ভাগ্য-দেবে —

জিভাসি কোথায় এবে

সে আলো—কে—করিল নির্বাণ ?

কোন ভুলে হতমান ভারত-সন্তান !

অনুমনে ফিরে মন, সিংহাসন টলে,

শক্তি ফিরে শক্তি আরাধনে,

অট্টমীর ফিরে স্রোত মানব-কোশলে,

ফিরে স্মৃতি ভিবকের গুণে ;

সে শুধু ফিরে না হার—

যে দিন চলিয়া যার,

কি কঠোর কালের শাসন !

যেমন চলিয়া যার আসেনা তেমন ।

প্রতীচ্যে জাগিল আলো,—প্রাচ্য অন্ধকার,

দীন-শিশু গাহে সুরধুর ?—

“দেবতার ভোগ্য স্বধা—ভক্তি, শান্তি, কমা,—

কর পান বিশ্ব তৃষাতুর !

সবাই সবার ভাই,—

ছোট বড় ছেদা নাই,—

—এক-শিতা সবাই সন্তান ;

যুগে যুগে—কেল সর্ক, সীমা, অভিমান ।”

যে আলোক ফুটিল এ কনক-মুকুরে,
কতদিন কেহ দেখিল না,—
চাহিতে—লাগিল ধাঁধা—মুদিল নয়ন ;
শান্তি তা'র একান্ত কামনা ।
কেহ বা ভাসিল স্রোতে,
কেহ গেল ভিন্ন পথে,
সে পথেও না মিটিল আশা ;
মরুভূমি, মরীচিকা, আলোয়ার বাসা ।

তীব্র জ্বালা, দেহ মন পুড়ে হ'ল ছাই,—
প্রাণ যায়, দারুণ পিপাসা,—
তবুও পাবেনা জল,—কি বিষম ঠাই,
তবু হয় মিটিবেনা আশা ।
কঠিন শাসন এত,
কে সহিবে অবিরত ?
মানুষ—মানুষ চিরদিন ;
জ্ঞান-তৃষা, জ্ঞান বিনা কে করে বিলীন ?

আবার ফিরিল নর এসেছে যে পথে,
আবার শুনিল শান্তি-গান ।
বুঝিল সে, শান্তি নহে, শান্তি তরে শুধু,
আছে আর' উদ্দেশ্য মহান !

হোমশিখা।

সমাজ, ধর্মের বিধি,
মমতা শিখায় যদি,
তবে তা'র আছে স্বার্থকতা ;
নহে, 'শান্তি' অর্থহীন—স্বপনের কথা ।

হেথায়, মানব মনে, অনন্ত পিপাসা ;
জানি না মিটে না কেন হয়,—
তাই চাহি চিরদিন জ্ঞানের আলোক,
দ্বেষ-বাহ্নি শুধু অন্তরায় ।
এক বিন্দু ক্রমা যদি
নিবায় বিদ্বেষ-ব্যাদি—
বিশ্বে যদি শান্তি আসে ফিরে,
সরল জ্ঞানের পথ হ'বে ধীরে, ধীরে ।

তাই শান্তি স্নানির্মল স্বর্গের কিরণ,
তাই ক্রমা মনের ভূষণ ;—
নীতি-কথা, একতার এত সমাদর,
তাই বুঝি 'ধর্ম মহাধন' !
ছর্জর মানব মন,
পাছে, বেধে উঠে রণ,
বিধি বাধা তাই শত শত ;
বিশ্বের রহস্য, নহে, রহিবে অজ্ঞাত ।

যা'রা শুধু ঘুমাইত—সুখদ শয়নে
এবে দেখি' জ্ঞানের কিরণ,—
ফুৎকারে নিবাতে চায়,—ক্রোধে আত্মহারা,—
ভাঙ্গে তা'র কল্পনা—স্বপন ।
তার পর ধীরে ধীরে,
ঘুম-জাল গেল চিরে,
বুঝিল সে ভ্রম আপনার ;
হইল সত্যের জন্ম—জয় মমতার ।

সে আলোকে খেতাব্বর হাসিল বিজ্ঞান,
বিশ্ব অঁাখি মেলিল আবার ;
নির্মল জ্ঞানের আলো—সত্যের কিরণ
তীব্র তবু আনন্দ-আধার ।
শুভ্র তুষারের পর
প'ড়েছে রবির কর—
প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত ধরা ;
তাই আজি বিজ্ঞান বিশ্বের অঁাখি-তারা ।

বিজ্ঞান ! বিজ্ঞান ! আজি তোমার মহিমা—
কলগীতি তুলেছে জগতে,
সে পরশে লভি' যেন নবীন জীবন,
মানব ছুটেছে এক পথে ।

হোমশিখা ।

সে আলোক, আজি, সবে
আলোকিছে সমভাবে—
কি তৃণ কি উচ্চ তরুশির ;
বিজ্ঞান তোমার হাসি মধ্যাহ্ন-মিহির ।

‘কোন্ পথে যা’বে ভাই’ জিজ্ঞাসে বিজ্ঞান,
‘কোন্ পথে !’ বিশ্ব বলে ধীরে,
‘কই সুখ ? কোথা হায় উৎস করুণায় ?
বিষাদ সতত আছে ঘিরে ;
তবে বৃথা দিবারাতে
মিথ্যা-দেবতার মাথে
কি হ’বে বরষি পুষ্প চয় ?
চল জ্ঞান পথে ।’ ধরা শোনে সবিস্ময় ।

‘এ নহে সন্তোষ, হায়, ওদাস্ত কেবল,
নহে শান্তি—শুধু তা’র ভাগ ।
কেমনে লভিবে সুখ, বল, না হইতে
বিশ্বের সমস্তা সমাধান ?
চল তবে সত্য পথে, —
আরোহি’ জ্ঞানের রথে,
দেখে আসি, কোন্ পথে চলে
চন্দ্র তারা, নিশিদিন গগন-মণ্ডলে ;—

‘কোন্ পথে, কোথা হ’তে বহে প্রসবণ,
কোথা হ’তে মেঘে আসে জল,
কোন্ গানে কোন্ তানে—ধ্বনিত ধরণী,
কেন সিন্ধু সতত চঞ্চল ;
কি দিয়া গঠিত ধরা,
কি দিয়া মানব গড়া,
দেখ আলি’ জ্ঞানের কিরণ ;—
কার্য্য যদি ব’লে দেয় অজ্ঞাত কারণ ।’

একি হ’ল ! একি ছবি দেখা’লে বিজ্ঞান,—
এ জগতে নাহি কি করুণা ?
একের নিধন বিনা বাঁচেনা অপর !
এ বিশ্ব কি দৈত্যের রচনা !
হে সবিতা ! হে সবিতা !
মানবের জ্ঞানদাতা !
দাও আলো—দাও সত্যকণা,
কিছু যে বুঝি না দেব আমি যে উন্নয়ন ।

হে সবিতা, দাও বল আর’ উচ্ছে যাই,
প্রহেলিকা এখন’ না বুঝি,
প্রাণপণে জ্ঞানপথে তাই যেতে চাই ;—
‘চির সুখ,—বুঝা তা’রে খুঁজি ।

হোমশিখা।

চাহি' স্মৃথ কে কোথার
জীবনে পেয়েছে তা'র ;
পা'ব কি না জানি না সে হার ;
তবু সে পরশ মগি, প্রাণ তা'রে চার ।

কোন্ পথে বিশ্ব ফিরে, তাই খুঁজি সদা,
আমরাও সেই পথে যা'ব,—
অনন্ত সাগর বুকে—অনন্ত লহরী,
তা'রি সনে, একতানে গা'ব ।
যদি কোন' রত্ন পাই,
আদরে ধরিব তাই,
দিব ডালি ভবিষ্যের করে ;
না পাই, এই সে পথে পাবে তা' অপরে ।

হে সবিভা, না মিটিতে জ্ঞানের পিপাসা,
তুমি দেব অস্তাচলে যা'বে ;
আসিবে জীবন-সন্ধ্যা—আসিবে অঁধার
পূর্ণ আলো কে মোরে দেখা'বে ।
উষার উৎসাহ ল'য়ে,
সন্ধ্যার বিষণ্ণ হ'য়ে,
এমনি রে অপূর্ণ আশায়,—
কাল-স্রোতে কত লোক ভেসে গেছে হার ।

গেছে, মুছে গেছে স্মৃতি ; কোন' পুণ্যবান
রেখে গেছে গৌরব-নিশান,
বাজারে বীণার তারে নব নব গান,
বাজারে সে জ্ঞানের বিষণ ;
দারুণ তৃষ্ণার জলি'
বিক্ষত চরণে চলি'
আনিয়াছে পিপাসার জল,
রেখে গেছে দিব্য ফল—বিশ্বের মঙ্গল ।

হে সবিতা, দিন দিন এ বিশ্ব ভুবনে,—
শিক্ষাদাতা—পিতার মতন
বিতরিছ স্নেহ সনে—স্মৃতির কিরণ—
জ্ঞান-ধন—অমূল্য রতন ।
আর স্নেহময়ী ছায়া,—
হৃদয়ে মায়ের মায়ী,
পিছে তব ফিরে অনুক্ষণ,
ঘুচা'তে ধরার ব্যথা—মুছা'তে নয়ন ।

যাই তবে, সন্ধ্যা আসে,—হয়েছে সময়,—
অন্ধকার পক্ষ করে নত ;
ঝিল্লীরব—ঢালে বুঝি সুখমা-সঙ্গীত.
ওই—ওই—ওই গো নিয়ত ।

হোমশিখা।

পিছনে আসিছে যা'রা
দাও আলো, হ'ক তা'রা
আত্মহারা—প্রফুল্ল হৃদয় ;—
যাই তবে—আমাদের হয়েছে সময়।

আবার পোহালে নিশি, মাথিয়া কিরণ—
সঙ্গে তব চলিব আবার,—
নব বলে, নবোৎসাহে, নবীন জীবনে
পুরাইতে তৃষ্ণা কামনার।
আবার নির্মল—আলো,
আমার হৃদয়ে জ্বল,
হে সবিভা জ্ঞানের কিরণ,—
আর' আলো—আর' আলো কর বিতরণ !

১৩০৫ সাল।

সোম ।



“O for a draught of vintage, that hath been
Cool’d a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country-green.” Keats.
“Pains ask to be paid in pleasure”—Bacon.

সোম ।

নিশীথের মায়া-উপবনে,
মৃগ তুমি হে মৃগাক্ষ সোম !
কোন্ যুগে—কোন্ শুভক্ষণে
জনমিলে উজলিয়া বোম ?
নিশির পরশি কায়
চলিয়াছ চিরদিন,
মাথা রেখে তারি গায়
ভ্রমিতেছ বিরাম বিহীন ;
তিথি, মাস, বর্ষ কত হায়,
লয় হ'য়ে গেল পায় পায় !

বর্ষ, যুগ হাজার হাজার,
লক্ষ লক্ষ তিথি, পক্ষ, মাস,
কোথা দিবে হ'য়ে গেল পার,
তুমি সেই ভ্রমি'ছ আকাশ !
কোথা দিবে হ'ল পার
অপরূপ কত জীব,

তা'দের মঙ্গল, আর
তা' সবার যতক অশিব ;
তুমি সব দেখিলে একাকী,
আকাশের গুরু-পক্ষ-পাখী !

কত নিধি জলধি-মহনে
উঠেছিল, মনে তাহা নাই,
হস্তী, হর, —নাহি সে স্রগে —
ভস্ম ছাই—কত কি বালাই ।

কেবল রয়েছে জাগি'
তোমার জনম-কথা,
হৃদয়ে গিয়েছে লাগি'
সে দিনের আনন্দ বারতা ;
চতুর্দিকে মঙ্গল আভাষ,
দেবতার মুহূর্ত্ত হাস ।

ধীরে ত্যজি' পৃথ্বীর জঠর,
সিকুর এড়ারে সর্পজট,
শিশু-শশী—প্রশান্ত, সুন্দর,
আবিভূত শিরে স্বর্ণঘট ;
সে সুধা সেচন করি'
ব্যোম-লতিকার মুখে,

মলিন বল্লরী, মরি,
সাজা'লে মুকুলে ফলে ফুলে ;
বোমলতা—সোমলতা এবে,
হে মায়াবী ! তোমারি প্রভাবে ।

থরে থরে নক্ষত্র-মুকুল
বোমলতা-সোমলতা 'পরে,
বায়ুভরে করে ছল্ ছল্,
ছায়াপুটে মঞ্জরী মুঞ্জরে,
সহসা, লতার গায়ে,
সমীরণ একদিন
দেখিল, নখের ঘায়ে
রসধারা ঝরিতেছে ক্ষীণ,—
'সে রস আকর্ষণ করি' পান,
সমীরণ হারায় জ্ঞেয়ান ।

নব চোখে দেখিছে সংসার,
জ্ঞানহারা মুগ্ধ সমীরণ !
এ সংসার ভালবাসিবার,
নহে নহে অহরহ রণ ।
জ্ঞেয়ান হারায় বায়ু
লভিল নূতন জ্ঞান,

হোমশিখা ।

মানব হারারে আরু
লভে যেন দেবতার মান ;
অনাঘাত কুসুমের ঘ্রাণ,
বন্দী করি' নিল মন প্রাণ !

সে অবধি এ তিন ভুবনে
স্বর্ণধারে ঝরে সোমরস,
সুরাধর আনন্দিত মনে
পান করি' মান করে যশ ।
ঝরিয়া, করিয়া, সোম !
উড়ুঘর পাত্রে মোর,
পূর্ণ কর সন্ধ্যা-হোম,
চূর্ণ করি' দক্ষ দক্ষ্য চোর ;
এসে এসে সেবার,—
আবাহন করি' তোকিছে তোমায় ।

যজ্ঞ যাগে, দক্ষ্য বধে কিবা,
বেলাস্ত কাটায়ে ঋষিগণ,
পিপাসায়, মগ্ন যবে দিবা,
করিত তোমারে আবাহন ;
মোরাও তেমনি আজ,
দিন-শেষে পিপাসায়,

ফেলে রেখে শত কাজ,
ডাকিতেছি কুপার আশায়;
শিরে বোঝা—লক্ষ কোটী কাজ,
হুঁতাবনা হানে শত বাজ ।

রোগ এল শূল ল'য়ে হাতে,
পিছনে রহিল পড়ি' কাজ,
শোক এল শেল হানি' মাথে
সব কাজে পড়িল রে বাজ ;
জরা এসে লজ্জা দিবে
ব্যর্থ হয়ে যা'বে সব,
মৃত্যু কবে সাড়া দিবে
ডুবায়ৈ কাজের কলরব ;
শত কাজে সহস্র ভাবনা,
হুঁতাবনা—মরণ-যন্ত্রণা ।

কাজ সারা কবে হ'বে আর,
বেলা যায় বাড়ে হাহাকার ;
অন্ধ করি' নয়ন সন্ধ্যার
নিশাচর আসে অন্ধকার ।
এস সোম, এস স্বরা,
সহিতে পারি না আর,

দক্ষ্য-শঠ-ভণ্ড-ভরা

জগতের পাপ অত্যাচার ;
পিশাচে বেঁধেছে হেথা দল,
সর্ব শুভ করিতে বিফল ।

ধর্ম্য কহে খড়্গা তুলি রোষে
'রাজস্ব দে,' প্রাপ্য সে আমার'
'পূজা দাও আগে রাজকোষে'
দর্পভরে কহে তরবার ।

সমাজ কহিছে হাঁকি'
'আগে রাখ মোর মান',
প্রকৃতি বলিছে ডাকি'
'ফিরে দে, ফিরে দে মোর দান ।'
তুল না জ্ঞানের কথা আর,—
অজ্ঞ হরে ভাগ বিজ্ঞতার ।

সোম ! সোম আন সোমরস,
দেহঢালি' রঞ্জিত ধারায় ;
দেহ মন হরেছে বিবশ,
রুদ্ধ প্রাণ সব্যাহ কায়ায় ;—
বরিষ, বরিষ মুখে
সোমরস সুধাধার,

বা' আছে জালা এ বুকে,—
যত ক্ষত মৌন নিরাশার
মুছে যা'ক—হ'ক অবসান,
সোমরস করি' আজি পান ।

আহা কি সুন্দর অশ্রু,
কি সুধমা ছালোকে ভুলোকে,
তরুর কাঁপিছে কলেবর
ছায়া-বুকে জাগিয়া পুলকে,
ঘুমাইছে নববধু—
ছায়া, নব জোছনায়,
বিভোর মদন, মধু,
স্ফুরিত অধরে ফিরে চায় !
এস সোম ! প্রেম কর দান,—
সে অশাস্তি সাস্তনা মহান্ !

স্বিগ্ন বায়ু, ক্ষুদ্র শিশু যেন,
হিমকর—হানিছে চঞ্চল,
কপালে কপোলে—ফুল হেন—
চোখে মুখে, আহ্লাদে পাগল ।

হোমশিখা ।

মা চাহিছে পথ, ওরে,
বধূ একা জানালায়,
শিশু হাসে স্বপ্নঘোরে,
পুত্র, পিতা, পতি, ঘরে আর ;
মগ্ন নিশি শান্তি সুষমায়,
স্নেহনীড়ে ফিরে তোরা আর ।

বহুরূপী ! দিব্য-মায়াধর !
কি কুহক জান হে কুহকী,
কতরূপ ধর মনোহর,
নিত্য নব যথনি নিরখি ;
নির্মল অক্ষত কভু
ধোত সুর-গঙ্গাজলে,
রুদ্রের ললাটে কভু
গৌরীর রঞ্জিত পদ-তলে,
কভু বক গুরু স্মশোভন—
ঘননীল পল্লবে মগন ।

কভু মিলে উজ্জলে কোমলে,
বায়ুস্তরে ভেসে যাও একা,—
পারিজাত হরণের কালে
বজ্রে যেন গরুড়ের পাখা !

মিশর-রাণীর কভু
পানপাত্র চমৎকার,—
যত পান করি তবু
শূণ্যপাত্র পূরে পুনর্বার !
কভু চরু সর্বান্ত সুন্দর,
মূর্তিমান দেবতার বর ।

শিশু গুয়ে জননীর কোলে
গান শোনে গান গেয়ে গেয়ে,
'চাঁদ আর' ব'লে হাত তোলে
কত হাসে কাঁদে তোমা চেয়ে,
তুমি ত' এস না হায়
কাঁদা তা'র হয় সার ;
বালক যৌবন পায়,
ঠেকে পেখে,—ডাকেনা সে আর ;
এখন সে চেয়ে তুষ্ট নয়,
পেলে, বুঝি, তখন কি হয় ।

প্রেম আসে চন্দ্রমালা গলে,
মুখে চোখে চারু চন্দ্র-হাস,
আবরিত চন্দ্রিকা অঞ্চলে,
চন্দ্রের মণ্ডলে যা'র বাস ;

হোমশিখা ।

হৃদয়ে বেজেছে সাড়া
নয়নে জেগেছে রূপ,
সাগর পেয়েছে নাড়া
আর কি হিলোল রহে চূপ ?
চাঁদে যা'র উঠিত না মন,
চাঁদমুখে তুষ্ট সে এখন ;

আশাপাখী উড়ায় বালক,
দৃঢ় পাখে ফিরে সে ভুবন,
অন্ধ করে স্মৃতির আলোক
নিষ্পে ক্রমে আরম্ভে ভ্রমণ ;
এক এক বার শুধু
দিনান্তের রাঙা মেঘে,
উছলে হৃদয়-মধু,
সুপ্ত প্রাণ উঠে জেগে জেগে ;
তার পর রহে নত শিরে
গণ্ডীব্যহ যত আসে ঘিরে ।

হার্য সোম চাহ কি শুনিতে -
হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিবরণ ?
মন মরে—জানিতে চিনিতে,
বড় হ'রে ছোট হয় মন ;

আশায় দিবেছ' ছাই,
তোমায় না চাহি আর,
এবে যে চন্দ্রমা চাই
বাঁধা র'বে সদা সে আমার ;
সে চাঁদের ক্ষতি ক্ষয় নাই,
প্রেমশলী পূর্ণ সে সদাই।

সে চাঁদ উদয় হ'লে মনে,
নাহি ভয়, নাহি গৃহ বন,
শক্তি লভে ভীকুচিত জনে
প্রেম করে অসাধ্য সাধন ;
নব প্রীতি, নব প্রাণ,
সম্বন্ধ নূতন সব,
নব দান প্রতিদান,
দেহ মনে নবীন উৎসব !
সর্বস্ব—জীবন করি পণ,
বারেক দেখিতে প্রিয়জন।

উদারতা উদ্ভিত হৃদয়ে,
আজি মহা মার্জনার দিন,
অমূল্যত্ব তীক্ষ্ণতর হ'য়ে
বিশ্বজনে গণে ক্রটিহীন,

হোমশিখা।

সন্ধ্যাট আজিরে আমি,
মরমের রাজা আজ,
সাহসের অনুগামী
হ'য়ে ক্ষমা দেছে দিব্যসাজ !—
কি কহিছু—করিছু কি কাজ,
ক্ষম সোম ! মত্ত আমি আজ ।

সোম ! তুমি প্রেমে নিরমান,
কর প্রাণ প্রেমে পরিপূর,
মূহুর্তের তরে কর দান
ইন্দ্র সম সম্পদ প্রচুর ;
বিনিময়ে ল'য়ে যাও
যা' আমার আছে সব,—
সুদীর্ঘ জীবন লও
অদৃষ্টের ব্যসন উৎসব ;
কণ তরে হীরা দাও নিতে,
কাজ নাই অঙ্গার খনিতে ।

আজি মোর হয় অনুমান
জীবনের মাহেন্দ্র সময়,
পূর্ণ বুঝি সত্যের সন্ধান
হর্ষরব তাই বিশ্বময় ;

সবিতা সহায় যা'র,
সোম যা'র সহচর,
জ্ঞানাধার—প্রেমাধার—
একাধারে নারী আর নর,
পিতৃভাবে মস্তের সাধন,
মাতৃভাবে সস্তাপ হরণ ।

এক নেত্র স্মৃতির উদাস,
আর নেত্র আর্দ্র স্নেহনীরে,
একাজে বিরাজে কুন্তিবাস,
বধু-বেশ আর অঙ্গ ধিরে ;
একে দণ্ড, কমণ্ডলু,
শ্রুতি আর পুঁথিভার ;
আরে লাজ স্বর্ণবালু
শমীপত্র আর ঘৃত ধার ;—
মেঘাশ্রিত নিদাঘের সাঁঝ ;
কম সোম—মত্ত আমি আজ ।

কালের কাহিনী আছে যত
আর যত কথা কালিকার,
সে সকল আজিকার মত
দাও সোম ক'রে নদী পার ,

হোমশিখা ।

বিস্মৃতির বৈতরণী—
তা'র বড় কাল জল,
—মৃত্যুর তামসী খনি
য'র কাছে স্বচ্ছ স্ননির্মল,—
সে নিবিড় বিস্মৃতির জলে,
কালের কাহিনী দাও ফেলে ।

আজি শুধু সত্য বর্তমান,
আজি শুধু প্রেমের বেসাতি,
প্রাণ ল'য়ে কিবা দিবে দান ?
বল, আজ গণিব না ক্রতি ;
প্রথম বেলায় ওগো
তুলোনা বচসা আর,
দিব সে—যা' তুমি মাগ'
মুখ আর ক'র নাক' ভার ;
কথা রাখ, দোহাই তোমার,
হাটে হাটে ঘুরানো আর ।

জ্যোৎস্না হাসে, শীতোষ্ণা গ্রাসিনী,
অস্তবায়ু কাঁপিছে জাহ্নবী.
ধানরতা মুগ্ধা সন্ন্যাসিনী
যোগেজ্ঞের যোগ্য নারীছবি !

বালতরু বসন্তের
পল্লবে অঙ্কিত শাখা,—
সংমিলিত ভুজঙ্গের
পুচ্ছ যেন শেহালার মাথা ;
কুশভূমে জিহ্বা খান্ খান্,
চুরি ক'রে স্বর্গ-সুখা-পান !

সংখ্যাতীত জোনাকীর মত
জলে ক্ষুরে আলোকের ঝাঁক,
বিশ্বকর্মা আজি যেন স্বতঃ
তারার চড়ায় দেছে পাক ;
ফুটে উঠে, ডুবে যায়,
ফুটে ওঠে আরবার,
ভেসে ওঠে, হেসে চায়
একেবারে হাজার হাজার !
মালা গলে ঢেউ নাচে ছলে,
চুপি সাড়ে পড়ে এসে কূলে ।

বকুল দলিয়া কেবা যায় ?
বাতাসে আসিছে গন্ধ তা'র ;
এ পথে নিশীথে কে গো, হার,
কোন্ গোপী করে অভিসার ?

হোমশিখা।

কোন্ বনে বাজে বাঁশী,
কোন্ গানে মজে প্রাণ,
কা'র মুখে ফুটে হাসি,
কা'র মুখ ভরে পরিপ্লান,
কই রাই—কই সে কানাই ?
বল সোম, বল মোরে তাই ।

তা'দের বাঁশীর শ্রুতি সুর,
গায়ে লাগে তা'দেরি বাতাস,
বনমালা সৌরভ প্রচুর,
মনে জাগে তা'দেরি তিরাষ ;
সকলি রয়েছে, হায়,
তা'দেরি সে দেখা নাই,
দিন গেছে—নিশি যায়,
কোথা রাই—কোথায় কানাই ?
এই ছিলে কোথা গেলে তাই,
আর কেন দেখা নাহি পাই ?

বসুন্ধরা যখন কিশোরী—
এসেছিল নবীন কিশোর,
স্বরগের প্রেম বুকে ধরি,
ধরণীর লাবণ্যে বিভোর ;

তুমি জান সোমরায়
তুমি ত' জান সে সব,
অনুষ্ঠিত এ ধরায়
হ'ল যবে স্বর্গের উৎসব,—
এল যবে কিশোরী কিশোর,
রূপে—মোহে—প্রেমে হ'য়ে ভোর ।

জগতের প্রথম প্রেমিক,
মুক্ত মূক রূপে সে তন্ময়,
প্রিয়া মুখে চাহে অনিমিষ,—
লজ্জা, ভয়, কখন' বিষয় ;
কত পথে কত মতে
দিনমান কেটে যায়,
বিশ্ব ডুবে তমঃ স্রোতে
প্রিয়ায় দেখিতে নাহি পায় ;
আচম্বিতে তুমি সোমরায়,
প্রেমিকের হইলে সহায় !

শৈলমূলে নদীকূলে কিবা
ঘুম যায় প্রেমের প্রতিমা,
অঙ্গে অঙ্গে চন্দ্রিকার বিভা
কিশোরীর বাড়ায় মহিমা ;

হোমশিখা ।

অলপ বয়সী বাল্য
অসীম রূপের খনি,
ভুলুঠিত যুথীমালা
প্রতি অঙ্গ ফুলের গাঁথনি ;
প্রেমিকের হে চির সহায়,
তুমি যেন জাগা'রোনা তা'র ।

আঁধি চাহে সুপ্ত আঁধি 'পরে,
সুপ্তখাসে জাগ্রত মিশায়,
মন কাঁদে সুপ্ত মন তরে
প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ চায় ;
অলক উড়িয়া পড়ে
চোখের উপরে ওই,
আলো পড়ে,—ছায়া নড়ে,
দেখিবার কি আছে এ বই ?
অকস্মাৎ বিদ্রু যেন বাণে,
ধায় যুবা কাতর পরাণে !

সারা দিনমান করি' ক্ষয়,
নিশি আনে মাহেন্দ্র সুযোগ,
সোম, সোম, কি আনন্দময়,
নয়নের মনের সন্তোগ ;

রূপ মাঝে মোহ বীজ,—
স্বৰ্গকোষে প্রেমানুর,
মধু! সোম! মনসিজ!
দেহ সবে আনন্দ প্রচুর,
গণ্ডুষে শুষিব সুখা সব,
সোম, সোম—আজি মধুংসব।

দিনে, দিনে, মিলন মধুর,
পুষ্ট কলা তুমি দিনে দিনে,—
পূর্ণিমায় ক্ষীর-ভারাতুর—
উপমিত—গর্ভিণীর স্তনে ;
তারপর অবসাদ,
দূরে দূরে প্রতিদিন,
সফলার পতি সাধ
কে না জানে—নিত্য হয় ক্ষীণ ;
হায় সোম, দীর্ঘ বিভাবরী
জাগে যুবা পূর্ব কথা স্মরি'।

সেই দেখা—সেই চেয়ে থাকা,
কাছে কাছে থাকিবার সাধ,
তরুতলে ঘুমঘোরে ডাকা,
ছেলেখেলা মধুর বিবাদ,

হোমশিখা ।

করে করি' কর-রোধ,
আবেগ সহস্র গুণ,
বালিকার কিবা বোধ ?
তবু নারী স্বভাবে নিপুণ !
তোলাপাড়া এই সারারাত,
বারেক না মুদে আঁখিপাত ।

শাখে শাখে পাকে বীজকোষ,
লঘু তুলা বাতাসে উড়ায়,
স্মৃতি ল'য়ে যাহার সন্তোষ
ভোলা কথা যত্নে সে কুড়ায় ,
সেই নিশি পূর্ণিমার,
সেই সোম কান্তিমান্ ;—
লুতাজাল ভাবনার
ছেয়ে ফেলে প্রশান্ত নয়ান ।
ঝিঁঝি ডাকে—লাগে ঘুমঘোর,
হার নিশি স্বপন-বিভোর ।

স্বপনে স্বপনে কাটে রাত্—
জীবনের আধেক স্বপন,
দিনরাত, ঘাত প্রতিঘাত,
আলো ছায়া—বেকত গোপন ;

আদিকাল হ'তে, আজ,
এল গেল কতদিন ;
কত ছবি, কত সাজ,
কত প্রেম আদি-অন্তহীন !
হে মায়াবী ! দিব্য-কলেবর !
প্রেম-সোম ! অক্ষয়-অমর !

দাও মোরে আজিকার মত
মনোমত সুন্দর স্বপন ;—
যা' কিছু রয়েছে অবিদিত,
যত কিছু আকাঙ্ক্ষার ধন ;
আমার সস্তাপ হর,
তীর্থ-বারি ঢালি' শিরে,
আমারে সত্ৰাট কর
স্বপনের অবাধ মন্দিরে,
জ্ঞানে যাহা হ'রে আছে বোঝা,
প্রেমের পরশে হ'ক সোজা ।

আশ্বিনের ঝটিকা সমান,
ভ্রষ্ট করে—নষ্ট করে সব
উন্মাদ শোকের অভিযান,
পরিণত বাসনে উৎসব ;

হোমশিখা ।

অর্থহীন অত্যাচার,
অক্ষুধায় রক্তপাত,—
কে বুঝাবে মর্মে তা'র ?
কোন্ দ্বারে করিব আঘাত ?
জ্ঞান হেথা মানে পরাভব,
বুদ্ধি নারে বোঝাতে এ সব ।

নাশে শোক উৎসাহ উত্তম,
শক্তি যায়, সামর্থ্য ফুরায় ;
কাহার' না হ'লে মনোরম,
মত্ত—সাধা হ'য়ে উঠে দায় ;
কেহ যদি না শুনিল
বীণা সে ত' ভেঙেছেই,
কেহ যদি না মানিল
সে মানুষ থাকিয়াও নেই ;
বল্য যদি মূল ফেলে ঢাকি',
আর বাসা বাঁধিবে কি পাখী ?

শোক যদি আসি' দেয় হান্না,
মৃত্যু যদি হরে প্রিয়জন,
কাদিতে ক'র' না সোম মানা,
বলিওনা 'এমনি জীবন',

মত্তজনে তত্ত্বকথা
বৃথা হ'বে অপব্যয়,
ঔষধ বিহনে ব্যথা
ঘুচেনাক' শুধু ব্যবস্থায় ;
হারানিধি—ঔষধ অমোঘ,
এনে দাও—দূরে যাক রোগ।

এনে দিবে হারা-মরা-ধন
হেন জন পাব গো কোথায়,
আন সোম আনগো স্বপন—
স্বপ্ন জানে—তাহারা যেথায় !
কত কথা বলিবার
বাকী যে রয়েছে হার,
আয় স্বপ্ন একবার
ল'য়ে চল তাহারা যেথায় ;
ওহে সোম ! স্বপন-দেবতা !
জান তুমি তাহাদের কথা ।

এখনি—এখনি প্রাচীমূলে
দেখা দিবে তপন করাল,
কাঁটা সম কর্কশ আঙুলে
ছিন্ন করি' স্বপনের জাল ;

হোমশিখা ।

শত্রু মিত্র নিরন্তর
আনে বুদ্ধি, উপদেশ,
কাঁদিবার অবসর
দিবে না দিবে না বুদ্ধি লেশ !
স্বপনে মিলন কর দান,
এস সোম—হ'য়োনা পাষণ ।

ক্ষণস্থায়ী শুরু প্রতিপদে
উদয়াস্ত না হয় নির্ণয়,
ক্রমে তনু বাড়ে পদে পদে,
পূর্ণিমায় সদা সমুদয় ;
তেমনি, ক্ষণিক হায়
স্বপনে মিলন হ'ক,
মরণের পূর্ণিমায়
অনন্ত মিলনে যা'বে শোক ।
মহাস্বপ্ন হ'বে এ জীবন,
মহানিদ্রা—হ'বে জাগরণ ।

পৃথ্বী ডাকে “এস প্রিয় সোম !
এস কুন্দ-বরণ সুধীর !
দেখ মোর কণ্টকিত রোম,
শতস্তনে উচ্ছ্বসিত ক্ষীর ;

যবে গ্রহণের কালে
দিনকর কোলে লয়,
রবিরে আবরি' ফেলে
এত রূপ ধরে সোমরায় ;
চাঁদ ছেলে মন্দ বলে লোকে,
মন জানে, দেখি যে কি চোখে ।”

যবে তুমি সূর্য্যের সকাশে
গুপ্তভাবে সূপ্তভাবে রও,
অগ্রে চল তবু ভাগ্যবশে
দীপ্তিলাভে বঞ্চিত ত' নও ;
পলে পলে অগ্রসর,
তিলে তিলে দীপ্তি লাভ,
নিত্য নব কলেবর
নিত্য কত অভিনব ভাব ;—
অহরহ উন্নতি তোমার,
ক্ষয় শেষে উদয় আবার ।

অচেনা নূতন কত মুখ
দেখিবে জগতে কালি সঁঝে,
তা'দের প্রাণের হুঃখসুখ,
যে কথা বলেনা কা'রে লাজে—

হোমশিখা ।

তোমাতে বলিবে সব,
তুমিও শুনিবে তাই,
তা'দের সে কলরব
কর্ণে তব পশিবে সদাই ;
তাদের' আনন্দ কর দান,
প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান ।

প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান,
কর সোম প্রাণের বিকাশ ;
জ্ঞান যদি হয় মুহূর্তমান,
প্রেম দিয়া দিওহে আশ্বাস ;
পলে পলে আশ্রয়ান,
তিলে তিলে শক্তিলভ,
নিত্য নব নব জ্ঞান,
নিত্য কত নবতর ভাব ;
নিত্য নব আনন্দ তুফান,
প্রেমে জ্ঞানে পূর্ণ হ'ক প্রাণ ।

अर्चःअहः ।



“नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः ।”

“—————To be weak is miserable,
Doing or suffering.” —Milton.

সর্বসহা ।

শ্রামাঞ্চলা, সাগর-বসনা,
পদ্মগন্ধা, বন্দিতা ধরণী,
কান্তিময়ী, প্রসন্ন বদনা,
সর্বসহা, জীবের জননী,
ধাত্রী, ধেনু, মানবের প্রমুখ সনাতনী !
ভুঞ্জ তুমি ভুঞ্জ অহরহ,
দেবতার পূর্ণ অনুগ্রহ !

সন্তানের শিরে রাখি' শির
মা শিখায় প্রণাম বালকে,
শিশু পুনঃ তুলি নিজ শির
মা'র শিরে প্রণমে পূজকে ;
বসতি প্রসূতি সনে আনন্দ-গোলোকে !
তেমনি আমিও নমি তোরে,
শিশু সম আত্মাদের ভরে ।

হোমশিখা ।

অনিন্দিতা, বেদের বন্দিতা,
পৃথী তুমি ছন্দে প্রকীৰ্ত্তিতা,
ঋষিদের আরাধ্যা দেবতা,
অৰ্ঘ্য ধর—হৃদয়ের কথা ;
হে বিশ্ব-দেবতা ! আজি গুন মোর গাথা ;
শক্তি, প্রেম, জ্ঞানের নিধান
হ'ক্ যত মানবের প্রাণ ।

শক্তির স্ফূট সিংহাসনে
জ্ঞান প্রেম—রাজা আর রাণী,
বীৰ্য্যবান কেশরী বাহনে
জগন্মাতা ত্রিলোক পালিনী ;
স্বল্পশক্তি অধিষ্ঠিত স্থলে চিরদিনই ।
তুমি সেই দৃঢ় সিংহাসন,
সাধকের সাধের আসন ।

মুখ্য লক্ষ্য জ্ঞান যে জনার,
প্রেম যা'র প্রাণের সাধনা,
শক্তি তা'র প্রধান নির্ভর,
ভয়াবহ শৌর্য্যে তা'র স্বৰ্ণা ;
স্থির নহে প্রেম, জ্ঞান, কভু শক্তি বিনা ।
রাখিবার শক্তি যা'র নাই,
পাওয়া তা'র বিষম বালাই ।

পৃথ্বী তুমি শক্তি স্বরূপিণী,
 পূর্ণ কর ত্রিবিদ্যা সাধন,
 শৌর্য্য প্রেম জ্ঞেয়ানের খনি !
 সিদ্ধিকাম সাধকের ধন !
 নাহি ক্ষতি, হও যদি শ্মশান-আসন ।
 পোড়াহাড় অগ্নি বরিষণ,
 সে ত'হ'বে অঙ্গের ভূষণ !

সংসার শ্মশান হয় যদি,
 গৃধ্র, ফেরু, শিবির রোদন
 বিশ্বে যদি উঠে নিরবধি,—
 তবু র'বে অটুট সাধন,
 তবু হ'বে শ্মশানে শক্তির উদ্বোধন !
 বিভীষিকা দাঁড়ায় আসিয়া,
 তাড়াইব হেলায় হাসিয়া !

দেহ শক্তি—শক্তি অবিনাশী,
 দৃঢ় হ'ক এ বাহু যুগল,
 'জ্ঞান' যদি সত্য ভালবাসি
 তবে যেন না হই বিকল—
 করিবারে দুষ্কৃতির দুরাশা বিফল ।
 নহে বৃথা জীবে প্রেম, জ্বারে রুচি ছার,
 দুর্ব্বলের আত্ম-মানি সার ।

হোমশিখা ।

যে শক্তি অগ্নি সৰ্ব্বংসহা !
জন্মাবধি বৃত্ত প্রতি নরে,
দেবশক্তি—রাজশক্তি তাহা,
প্রতি নর সত্রাট অন্তরে ।
অত্যাচারে তাই প্রাণ চাহে দলিবারে ।
সে শক্তি অমর কর তুমি,
ধাত্তে ধনে পরিপূর্ণা ভূমি !

সিংহী তুমি অগ্নি সৰ্ব্বংসহা !
প্রতি নর সিংহের শাবক ;
খাণ্ড, পেয়,—স্তন্য তব যাহা—
স্বাস্থ্য-বল-শৌর্য্য-নিয়ামক,
সঞ্চারি' শক্তি সৃজে অন্তরে পাবক !
সে পাবক নিষ্কম্প নির্মল,
আত্মতেজ নির্ভর অটল ।

হে কঠিনা ! ডুবেছে যে কভু
সেই জানে মহিমা তোমার,
ভাসি ডুবি—যত যুঝি তবু,
পারে ভূমি ঠেকেনাক' আর,
দৃঢ়স্পর্শ—সুখস্পর্শ ঠাই দাঁড়াবার !
কঠিনা !—কে বলে তোরে হেয় ?
নির্ভর—কঠিন হওয়া শ্রেয় ।

হে অচলা ! ভূকম্প যে জন
কখন' করেছে অনুভব,
সেই বুঝে অচলের গুণ ;—
চরাচর দোলে যবে সব—
সিদ্ধ সম ভূমি যবে আরম্ভে তাণ্ডব,
গৃহ, তরু মাতালের প্রায়
ট'লে যেন পড়ে গায় গায় !—

দীর্ঘ দেশ বিষম জুস্তনে,
আর্তনাদে পূরিত অশ্রু ;
যদুবংশ দ্বারাবতী সনে,
ধনজনে পম্পাই নগর,—
হ'ল যবে কবলিত,—তোমারি অঁঠর
পুনঃ স্থান দিল তা' সবার,
মৎস্য-নারী তুমি কিগো হায় ?

তাহার' অনেক যুগ আগে,
গঙ্গা সম কঠিন পরাণে,
(কোন্ শাস্ত্রের অনুরাগে,
কে বলিবে—কেবা তাহা জানে,)
গ্রাসিয়াছ আপনি গো—আপন সন্তানে ।
অতিকায় মহাবলবান,—
তবু তোর তুষ্ট নহে প্রাণ !

হোমশিখা !

ছিল শুধু পশুবলে বলী,
অপুষ্ট দুর্বল ছিল মন,
তাই বুঝি অঞ্চলে ঢাকিলি
বক্ষে ল'য়ে করিতে যতন ?
গর্ভে পুনঃ দিলি স্থান কাঙ্গারু মতন ।
বলসার স্তন্য করি' পান,
কবে তা'রা পাবে পুনঃ প্রাণ ?

স্তরে স্তরে অন্তরে তোমার
এখন' যে তা'দের স্মিরিতি
হ'য়ে আছে, অঙ্গারের ভার ;
এখন' যে জাগিতেছে নিতি
মসীময় তাহাদের অপূৰ্ণ মূরতি ;—
কত জীব এবে অস্থিসার;
কত তরু, পল্লব-সস্তার ।

এই সব জীব অতিকায়
পৃথ্বী তোর প্রথম সন্তান ;
আর কি পা'বেনা তা'রা হায়
আর কি পাবে না তা'রা প্রাণ ?
নব তেজে মনোবলে হ'য়ে বলীয়ান ?
এই যে অঙ্গার-তরু সব,
জানিবে না আর মধুংসব ?

ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের মত
ধাত্ত-ধনে চির পরিপূর
হও তুমি অক্ষয় অক্ষত ;
দেহ জীবে স্তম্ভ স্প্রুচুর ;
দেহ কান্তি, দেহ শক্তি, ক্লাস্তি কর দূর ।
মানবের কামধেনু তুমি,
বলময়ী ফলময়ী ভূমি !

যুগ্ম সন্ধ্যা হানিছে তোমারি
লঘু মেঘ-অঞ্চলে কুসুম,
সগন্ধ মৃন্ময় রেণু ধরি'
রচে রবি কিরণ-কুসুম !
হে ধরণী—বরণীয়া—মর্ত্তে কল্পদ্রুম ।
ধূলি-পটে ফুটাও আলোক,
বরণের অনন্ত পুলক ।

ধূলি বিনা রশ্মি সে নিষ্ফল,
বিনা দেহে আত্মা সে অক্ষম,
স্থূল বিনা সূক্ষ্ম হীনবল,
শৌর্য্য বিনা উত্তম অধম,
শক্তি বিনা প্রেমে জ্ঞানে অশান্তি পরম ;
ত্রিশক্তি সে ত্রিমূর্ত্তি দেবতা,
জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে একতা ।

হোমশিখা ।

মানুষ—মানুষ হ'ক ফিরে,
প্রেমে, জ্ঞানে, শক্তিতে সমান ;—
কি প্রশান্ত, অতলান্ত তীরে,
অর্ক-টীকা নীরে ভাসমান,
কি অন্তর্ক-সিন্ধুকূলে নিত্য তমস্বান,
দ্বীপে, দ্বীপে, দেশে দেশে নয়—
আত্মবলে করুক নির্ভর ।

মানবের বিরাট সজ্জাত
এক দেহ হ'ক এক প্রাণ,
এক অঙ্গে বাজিলে আঘাত
সর্ব অঙ্গে পড়ে যেন টান,—
আঁখি ছুটে, বাহু উঠে হ'য়ে একতান ;
একের সাধিতে পরিভ্রাণ
সবে যেন হয় এক প্রাণ ।

অসিবর্ষ—এসিয়া বিপুল,
উষ্ণরূপী যুরোপ উদ্ভাস,
উষ্ণরূপী আফ্রিকা অতুল,
আমেরিকা বন-বৃষ নাম,—
কূর্ম সম পৃষ্ঠে ধরি' কত পুরীগ্রাম,
পুরে, গ্রামে লোক দলে দল ;
ক্ষমতায় বহে অবিচল ।

গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে,
সংখ্যাতীত কুটীর প্রাসাদ ;
গৃহে, গৃহে, লোক নাহি ধরে,
জনে, জনে,—প্রমোদ, প্রমাদ ;
বিশ্বময় উঠে এক অপূৰ্ণ নিনাদ !
নানাস্বর মিলে এক সাথে
কাণে এসে পশে প্রতিবাতে ।

বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ
'সারেগম' একই বীণার ;
সৌম্য কবি, বীরেন্দ্র দুর্জয়,
ভকতির—ভাজন—স্থগার ;
কি অপূৰ্ণ বিশ্বরূপ মানব তোমার !
ভিন্ন স্বর এক বীণা 'পরে,
মিলে মিশে আনন্দে বিহরে !

ধৰ্মনীতি, বীরের বিধান,
কত না আচার মনোহর—
নরমেধ, আত্ম-বলিদান,
আলিঙ্গন করে পরস্পর !
ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনে যেন বৃকোদর ;
লৌহ-ভীম গুঁড়া হ'য়ে যান,
শোণিত উগারে রাজা, হার !

হোমশিখা ।

কত বীর—কত ধর্মবীর,
কত ঋষি,—কত শাস্ত্রকার,
কত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ধীর,
কত কবি কিঙ্কর আশার—
ভাঙিয়া গড়িছে কত অপূর্ব সংসার !
বিফলতা, বিরোধের মাঝে
এ অধঃ সুর কোথা বাজে ?

মানুষ সমান হ'বে নাকি
ধনে, মানে, শৌর্য্যে, প্রেমে, জ্ঞানে ?
সে ছবি কি দেখিবে এ অঁাধি ?
একি মহাস্বপ্ন আজি প্রাণে !
বুঝারে দে—বুঝারে দে—অবোধ সন্তানে,—
সর্বসহা জননী আমার,
মৌন তুমি থেকনা মা আর ।

ওই শোন যত মহাদেশে,
যত মহাসাগরের তীরে,
কাণাকাণি করিছে উল্লাসে,
'মুক্তি পা'বে মানব অচিরে !—
দগ্ধ করি' বৈতরণী—বিশ্বতির তীরে
লোকাচার—কুশ-পুতলিকা,
অগ্নিবে জ্ঞানের দীপ্ত শিখা !

কি বলিলি জননী আমার,
কম্পিত গুলকে মন প্রাণ,
“বে যা’ বলে—যে যা’ কহে আর—
কথার দিয়োনা কা’রো কাণ,—
বাহুব আমার হ’বে সন্মানে সমান !
নতশির হ’বেরে উন্নত !
দূরে যা’বে যত মনঃকৃত !”

শক্তি দাও ছিঁড়িব শৃঙ্খল,
সর্বসহা !—সহেছি অনেক !
দূর কর সর্ব অমঙ্গল,—
দূর কর প্রভেদের ভেদ ;
মুক্তিভলে সর্বজনে কর অভিষেক !
মুক্ত হ’ব শক্তি কর দান,
হুঃখ হ’তে কর পরিজ্ঞান ।

শক্তিময়ী ! শক্তি কর দান,
মুক্তির দেহ না অধিকার,
অম্লকল্পা কিবা অবজ্ঞান
চাহি না বা চাহি না কাহার ;
যরে পরে যোগ্যতা জানারে পুনর্বার
তবে যেন করি গিরে দাবী—
দানবের মহামুক্তি,—তাবী !

হোমশিখা ।

হে ধরণী ! অশ্রান্ত-গমনা !

চির-স্থিরা—লোকে তোমা' জানে,
শক নাই—আড়ম্বর কণা,
কার্য্য নিজ সাধিছ গোপনে,
দ্বরা নাই, শ্রান্তি নাই, এ শূন্য ভ্রমণে !
দ্বরাহীন কর তদ্রাহীন
শক্তির সঞ্চরে চিরদিন ।

শক্তিময়ী ! স্তম্ভ কর দান,

হ'ক প্রাণে বলের সঞ্চার ;
মনে যত সংকল্প মহান্
কার্য্যে হ'ক পরিণতি তার,
প্রয়োগ ক্ষমতা মোরে দাও মা আমার !
অপ্রয়োগে মস্ত্র সে নিষ্ফল,
শৌর্য্য বিনা সকলি বিকল ।

সর্ব্বংসহা জননী আমার,

সহজ্ঞে মণ্ডিতা ধরণী,
ধৈর্য্যে বল কর মা সঞ্চার,
দুঃসহ কি সহে চিরদিনই !
নিভতে শিখা' মা বিছা অস্বর-নাশিনী ;
নহে নষ্ট হয় প্রেম-বাগ,
দৈত্যে ধার—জ্ঞান-যজ্ঞ-ভাগ !

কর মোরে তোমার পূজারী,
হে ধরনী ! শক্তি স্বরূপিনী !
কর মোরে সৈনিক তোমারি,
নারীরূপা ! নিখিলের রাণী !
শুধু, পূর্ণ মহিমায় চাহিয়ো আপনি,
আজ্ঞা তব বুঝিব অমনি,
প্রাণপাতে পালিব তথনি ।

প্রাণ—সে ত' তুচ্ছ অতিশয়,
স্থির মৃত্যু—জন্মেছে যে ভবে,
মৃত্যু সে ত' ফিরে পায় পায়,
মরণেরে কেন ভয় তবে ?
হৃভিক্ষে মরণ—মারী, ভূকম্প, আহবে,—
সর্পাঘাতে, অগ্নির উৎপাতে,
দস্যু হাতে কিম্বা বজ্রাঘাতে ।

মৃত্যু যা'র চির সহচর
যোগ্য তা'র নহে মৃত্যুভয়,
বেদিয়া না ছাড়ে না নাহার,—
কালফণী সঙ্গে তা'র' রয় ।
মিছে তবে—মিছে তবে মরণের ভয় ;
অবহেলে ডমরু বাজারে,
কালফণী ফিরিব নাচারে !

হোমশিখা ।

নির্ভর—নিজের কবিতার

কবে হ'বে, ধরনী, সবার ?

কতদিনে—কতদিনে, হার,

হ'বে নর দেবতা আবার ?—

চৈতন্য, সিদ্ধার্থ, কৃষ্ণ, রাম অবতার !

কতদিনে হ'বে পুনরায়

জ্ঞানে, প্রেমে, শৌর্যে সমগ্র !

সর্বসহা ! সজ্বাত-কঠিনা !

নমোনমঃ জননী সবার,

কা'রে মোরা আনি তোমা' বিনা ?

দেহ, প্রাণ, সকলি তোমার ।

তুমি সে স্মৃতিকা গৃহ, ক্রীড়াভূমি আর,

কুলশয্যা, বাসর শয়ান,

তুমি পুনঃ অস্তিমে শয়ান !

শ্রান্ত তনু বালকের মত,

শয্যার আশ্রয় লই যবে

অধরাতে,—বর্ষি নির্দীপিত,

ঘুমে যবে অচেতন সবে,

তুমি যোর ঘুম দাও মরন-পলকে ;

কোলে ল'রে আহ্লাদে আকুল,

চোখে মুখে পড়ে কাল চুল ।

অককারে তজ্জা আমে ধিরে,
কত দেখি বিচিত্র স্বপন,
মনে হয় তোর দেহে ফিরে
দেহ মোর লীন হয় পুনঃ,—
তোর ক্ষেতে, গাঙে, মেঘে, এই তনু মন ;—
শস্ত্রে মিশি কখন শিশুতে,
স্বপ্নময়ী বিচিত্র নিশীথে ।

গন্ধ হ'য়ে রহি গো কুসুমে,
রস হ'য়ে বাস করি ফলে,
লঘু বাষ্প হ'য়ে মেঘে, ধূমে,
জ্যোতিরূপে বিছাতে, অনলে,
শব্দরূপে পিক কণ্ঠে,—নির্ব্বারের জলে ।
তনু মন প্রাণ মিশে যার,
একে একে পৃথ্বী তোর কার !

তবু রহে জ্ঞেয়ান অমর,
তবু সেই আনন্দ সঙ্গার,
তবু সেই শক্তিতে নির্ভর—
যে নির্ভরে আনন্দ অপার,
অসীমে মিশেও সাড়া পাই আপনার ;
তোর মাঝে দেখি আপনার,
সিদ্ধ মাঝে বুদ্ধ খেলার !

হোমশিখা ।

সর্বংসহা ! অস্মি সর্বংসহা !

নমস্তে ধরণী ! নমস্কার,
একমুখে যার না গো কথা

তাই মাতা বলি শতবার,—
মনস্কার পূর্ণ কর আমা সবার ;
পূর্ণ নর দেখা, মা আমার,
মরধামে দেব অবতার ।

ঘরে ঘরে দেবের স্বভাব,—
জ্ঞানে প্রেমে শৌর্য্যে সমন্বয় ;
ঘরে ঘরে সত্যের প্রভাব
একেশ্বর প্রভু যেন হয় ;
শত্রু বাহু, মুক্তকণ্ঠ, উন্মুক্ত হৃদয়,
হয় যেন জননী সবার ;
জনে জনে দেব অবতার ।

ত্রিশক্তিতে পূর্ণ কর প্রাণ,
কর মাতা জনম সফল,
দেবত্ব মানবে কর দান,
স্তম্ভে কর শরীর সবল,—
জ্ঞানে পুষ্ট, প্রেমে তুষ্ট, সজীব সচল ;
শৌর্য্যে—কর প্রাণতীর্থা সবার,
ত্রিপদ্য-আসনে পুনর্বার !

সমীর ।



“—————Be thou, spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !”
————Shelley.

সমীর ।

হে সমীর, প্রাণবায়ু, আয়ু-প্রদ তুমি,
বিশ্বে তুমি প্রাণের উপমা !
প্রশান্ত সুন্দর কভু প্রচণ্ড উন্মাদ !
কবি বিনা কেবা চিনে তোমা ?
নিরুপিতে গতি তব,
কত চেষ্টা অভিনব,
সব তুমি করেছ নিষ্ফল !
হে লোচন-অগোচর ! হে চির-চঞ্চল !

চক্ৰলেখা তোমারে করি'ছে আলিঙ্গন,
আলিঙ্গিছে অরুণ কিরণ !
তাহাদের' প্রিয় তুমি, জীবন বল্লভ,
ওগো প্রিয়তম সমীরণ !
বিতরি' নিশ্বাস বায়ু,
পুনঃ বিহঙ্গের আয়ু—
ঝড়-রূপে কর তুমি নাশ !
কুসুম-বিকাশ ওহে বিটপীর ত্রাস !

হোমশিখা !

উড়াও আকাশে ছিন্ন মেঘের পতাকা,
ঢেকে ফেলে রবির প্রতাপ !
ভীম ছহকার নাদে কাঁপে জল স্থল,
দর্পে কর চূর্ণ ইন্দ্রচাপ !
আবার সুধীর হ'য়ে,
খেল ঘরে ধূলি ল'য়ে,
ও চরিত্র কে বুঝিবে হায় !
কখন' চুমিছ ধূলি—কখন' তারায় !

এই তুমি করিতেছ মরণ-বিস্তার
গৃহে গৃহে মারী-বীজ দিয়া,
এই পুনঃ ফুটাইছ কুসুমের হাসি
জলে স্থলে গন্ধ বিথারিয়া !
মেরুপ্রান্তে যমরূপে,
নাসারক্রে পশি' চূপে,
কণ্ঠ চাপি' রুধিছ নিশ্বাস !
চন্দন-পরশ পুনঃ মলয় বাতাস !

নবজাত শিশুর অন্তর-নীড়ে পশি'
কর তুমি সহস্র স্থাপন !
চির সহচর তুমি, তোমার বিরহে
অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন !

ভূমি আত্মা, বিশ্বপ্রাণ,
কর মোরে কর দান
মহাপ্রাণ তোমার মতন ;
সদানন্দ, ছন্দকবি, প্রসন্ন পবন !

খেলাঘরে ধূলা খেলা, অনেক হ'য়েছে,
এইবার কর গৃহহীন ;
ষূর্ণবায়ু সম প্রাণ গ্রহে গ্রহান্তরে
ছুটে যেতে চাহে অকুদিন !
বেহুইন মরুচর,—
তাহার' নাহিক' ঘর,
বাস তা'র উন্মুক্ত সমীরে !
চল সখা, পরশিব শশাক মিহিরে !

রুদ্ধ বারি পলে পলে হ'তেছে পঙ্কিল,
রুদ্ধ বায়ু বিষ হ'য়ে উঠে !
অসহ এ অবরুদ্ধ নিষ্কর্ম জীবন,
চল চল বাহিরিব ছুটে !
চল দেশ দেশান্তরে,
মেরুপ্রান্তে মরু 'পরে,
গৃহে প্রাণ রহিতে না চায় ;
তরু সম মরিব কি জন্ম-মৃত্তিকার ?

হোমশিখা।

বিহঙ্গ তোমারি প্রজা, তুমি জান তা'রা
কোন্ লোকে করে গো প্রয়াগ,
তোমারি কুপার তা'রা পথ না হারায়,
ফিরে আসে সুধা করি' পান।
হে বায়ু ! বিমান-রাজ !
আমারে দেখাও আজ,
মহাশূন্তে যত আছে পথ !
হ'ব সহচর, পূর্ণ কর মনোরথ !

পাখীরা তোমার প্রজা আমিও তাহাই,
প্রাণ মোর পাখীর সমান ;
পাখীরা শোনার গান, আমিও শোনার
বিশ্বপ্রাণী সঞ্জীবন গান !
কীচকের রক্তে পশি'
তুমি বাজাইলে বাঁশী
গাহি প্রেম, মান, অভিমান ;
যুদ্ধ গা'ব, পাঞ্চজন্তে তোল' তুমি তান !

হে অরূপ, হে অবর্ণ, হে বর্ণনাতীত !
বিশ্ব ঘোষে তোমার মহিমা !
ভাগে ভোগ করে ধরা আলো' অন্ধকার ;
তোমার রাজ্যের নাহি সীমা !

জ্ঞান, প্রেম, শক্তি যথা,—
তুলিতে না পারে মাথা,
তুলে শির উৎসাহ সেথায় !
বাহার স্বপক্ষে তুমি—তাহারি সে জয় ।

বহির আত্মীয় হ'য়ে দাবদাহ কালে,
ভস্মশেষ কর মহাবন !
তুমি সে বিকল্প হ'লে চক্ষের নিমেষে
নিবে যার চণ্ড-হতাশন !
তুমি তুষ্ট হ'লে পরে
কুসুম ফুরিয়া—করে
বিশ্বজনে আনন্দ প্রদান ;
রুষ্ট হ'লে কোরকেই হয় অবসান ।

ভাসিছে তোমার শ্রোতে পুঞ্জবীপ সম,
কত মেঘ—বৃষ্টি-বিন্দু-কারা ;
মহাসিদ্ধ হ'তে তুমি সিদ্ধ মহত্তর,
অনন্তের অন্তহীন ধারা !
অনন্ত জীবন তুমি,
প্রাণের আবাস-ভূমি,
চিরন্তন আশ্রয় ভাণ্ডার !
আবুহর ! আবুহর ! আবুহর আধার !

হোমশিখা ।

বহিতেছ দুর্কাসার শাপবাক্য তুমি,
বহিতেছ সীতার রোদন,
বহিতেছ রাবণের লালসার শ্বাস,
ভীমের সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ !
ভীষ্মের অটল বাণী,
শকুনির কাণাকাণি,
গান্ধারীর ক্ষুব্ধ হাহাকার !
তোমারে বিদীর্ণ করি' ছুটেছে চীৎকার !

বহ তুমি উচ্চ নীচ ক্ষুদ্র মহতের
অস্তরের সাগ্রহ প্রার্থনা,—
কিন্তু কোন্ দেশে হায় ! কিন্তু সে কোথায় ?
বল মোরে, শুনিতে বাসনা;
এই যে ক্রন্দন-ধ্বনি,
নিত্য আসিতেছ শুনি'
প্রতীকার কি করিছ হায় ?
হৃদয় কি ভেগে আছে মিথ্যা প্রতীকার !

দর্পহারী ! ক্ষুদ্র তুণ খেলে তোমা' সনে,
আয়ু তা'র নাহি লও কাড়ি'
কিন্তু যেই বৃক্ষ তোলে মস্তক গুগনে,
ফেল তা'রে সমূলে উপাড়ি' !

যে পৰ্ব্বত চূমে নভঃ,
কঙ্কর-প্রহারে তব
দিন দিন হয় তা'র ক্ষয় ।
প্রকাণ্ডে দলিয়া গাও সামান্তের জয় ।

পরশ—পরশ-মণি তোমারি সে দান,
হে চন্দন-কানন-নিবাসী !
হাসিতে রোদনে সদা তুমি দাও তান,
বিশ্ব জুড়ি' বাজে তব বাঁশী !
বজ্রের দামামা কাড়া,
পাপিয়ার নৈশ সাড়া,
তোমারি বীণার ভিন্ন সুর ।
কর মোরে বজ্র দৃঢ়, সঙ্গীত মধুর !

প্রচণ্ড মার্ত্তও তাপে তুমি নাহি দহ'
এসে শুধু ধুলির সমীপে,—
তাহারি জ্বালায় জলি' জ্বালায় বারতা
আপনি প্রচার' সপ্তদ্বীপে !
আমিও একান্তে রহি'
হুঃখ অনারাসে সহি,
কিন্তু হার হুঃখীর ক্রন্দন
অসহ্য সে, তাই গানে করি সে ঘোরণ ।

হোমশিখা ।

অসহ সে অন্ধের 'পরে অত্যাচার ;
রাজ্যেশ্বর, পথের ভিখারী,—
সমান জায়ের চোখে ; মানুষ সবাই ;
অধিকার সমান সবারি ।

ওই কথা নিশিদিন
গাহিতেছে মনোবীণ,
ওই কথা প্রচারি ভূতলে ;
আমি শুধু কঙ্কর প্রহারি গিরিদলে ।

দংশকের আক্রমণে অস্থির কুঞ্জর,
কর গিরি কঙ্কর আঘাতে,
ভেঙে পড়ে হুস্মাচূড়া শব্দের সংকোচে,
কর শিলা বিন্দু বারি পাতে !

কুজ করে মহাকাজ,
কুজ দিতে পারে লাজ—
জ্ঞান বৃদ্ধ হ'রে প্রবীণেরে !
পরাজিত শিশু রাম প্রৌঢ় ভার্গবেরে !

ছাড় তবে তপ্তখাস, প্রলয় বাতাস,
আমি সাথে ছুটাই আগুণ,
দাবানলে দগ্ধ হ'ক মিথ্যা-লোকচার,
তুমি আমি আজি সমগুণ !

ডম্ব হ'বে বহু প্রাণী
হায়, তবু স্থির জানি—
সে ডম্বে উৰ্বরা হ'বে ধরা ;
ঘুচিবে জঙ্গল, হ'বে শম্ভু-শ্রামা ঘরা !

নববীজে আরম্ভিব বপন রোপণ,
নববীজ—সত্য অভিনব !
মানবের মহাসঙ্ঘ জাগি' সেই দিন
ভ্রাতৃত্বাবে মিলিবে রে সব !
জাতি বর্ণ নির্বিশেষে
সবাই মিলিবে এসে ;
বিরোধী পৃথক্ ইতিহাস—
হ'বে মাত্র পুরাতত্ত্ব—হ'বে পরিহাস ।

সেই মহা-মিলনের দিনে সমীরণ !
হ'য়ো তুমি প্রসন্ন বাতাস ;
সে দিন আমার গান তোমা' সনে মিলি'
আকাশে তুলিবে কলহাস ।
মোরে চিনিবে না তা'রা,
আমি কিন্তু আত্মহারা—
মিশে যা'ব তা'দের উল্লাসে !
স্তব্ধ র'বে আজি যা'রা ব্যস্ত উপহাসে ।

হোমশিখা ।

হায় বায়ু, দর্পী তরু শুষ্ক পত্র ফেলি'
তোমারেও করে উপহাস !
কোথা রহে দর্প তা'র, সে রহে কোথায়
ছাড় যবে প্রচণ্ড নিশ্বাস !
ইচ্ছা করে তোমা সম
জন্ম পেতে, নিরুপম !
ঝড়ে ঝড়ে কাটাতে জীবন ।
হ'ক সে শোভন কিবা হ'ক অশোভন !

কতদিন ফিরিব হে সংসারের মাঝে—
গনি' গনি' চরণ ফেলিয়া ?
কতকাল যা'বে আর ভাবিয়া চিন্তিয়া—
ছেলেখেলা প্রত্যহ খেলিয়া ?
বাঁচাই সকল দিক,
তবু সে হয়না ঠিক,
কিছুতেই নহি নিরাপদ ;
বাঁশরী বাজাই সর্পশিরে রাখি' পদ !

সর্ব স্বার্থ পণে কেনা মানুষের প্রেম
কার' ভাগ্যে হয় সে কপট !
যন্ত্রণা-মরণ পণে গর্ভের বহন,
পুত্রমুখ দর্শন দুখট !

সব নিরাপদে রেখে—
পেতে যাহা চাহে লোকে—
হার তা'র মূল্য কিছু নাই !
যেথায় অমূল্য মণি ভুজঙ্গ সেথাই !

সর্বত্যাগে ব্রাহ্মণত্ব, বিদিত সংসারে,
রাজত্ব সে জীবন সঙ্কটে !
বাণিজ্যে সর্বস্ব পণ,—মূলমন্ত্র হার,
নিরাপদে কোন্‌ শুভ ঘটে ?
অনেক কণ্টক মাঝে
একটি কমল রাজে,
অনেক অশুভ মাঝে শুভ ।
অনেক হারাতে হয়—পেতে হ'লে ফল ।

হে সমীর, হে অধীর, হে শাস্ত মল্লর,
কর মোরে তোমার সমান ;
মানব-মুকুল যেন আমার ভাষায়
ফুটে ওঠে লভি' নব প্রাণ ।
আমার এ গানে পুনঃ
সকল বন্ধন যেন
ছিঁড়ে উড়ে বিশ্ব ছেড়ে যায়,—
বিরাট মানব জাতি মিলে পুনরায় ।

হোমশিখা ।

‘জীবন’ কাহারে বলে, শিখাও সমীর,
শিখাও হে ‘বাঁচা’ কা’রে বলে ;
নিত্যমুক্ত মানুষ না জড় হ’য়ে পড়ে,
স্বপ্ন অতি লাভ ক্ষতি গণনার ফলে ।
গাওহে উৎসাহ গান,
পূর্ণ করি’ তোল’ প্রাণ
অভিনব শুভ মন্ত্রণায়,—
মানুষ মানুষ যাহে হয় পুনরায় ।

হে সমীর ! প্রবেশিয়া সম্রাটের বুকে,
জন্মিয়াছ উচ্চ-আশা হ’য়ে ;
দরিদ্রের বুকে পশি’ দীর্ঘশ্বাস-রূপে
বাহির হ’য়েছ বহি ল’য়ে ;
আমার মরম মাঝ
যে লেখা দেখিলে আজ
বিশ্বে তা’র কর হে প্রচার,—
সকল বন্ধন হারা আনন্দ অপার !

আজি হ’তে যে করিবে নিশ্বাস-গ্রহণ
সেই সে করিবে অনুভব—
হে বায়ু, তোমার সনে আমার বুকের
যত কথা, যত সুর—সব !

সে কভু ভুলিবে না হে—
আমার প্রাণের দাহে,—
আমাদের উৎসাহ বচন ;
চাহিবে মানব পানে উজ্জল লোচন !

আবেগের স্রোতে নব ভাবের প্রবাহে
ভেসে যা'বে ত্বরিতে পরাণ,—
নূতন আনন্দ-লোকে, ওহে সমীরণ !
শুনিবে সে আনন্দের গান ।

চকিতে দেখিবে চেষ্টে,—
সমস্ত জগৎ ছেয়ে
আনন্দে, ধরিয়া হাতে হাত,
গাহিছে মিলন-গীতি মানব-সজ্জাত !

সে দিন কোথায় আমি রহিব জানি না,
তুমি র'বে এমনি সমীর !
হয় ত' পড়িবে মনে আমার এ গান,
ভুলে যাবে হয় ত' অধীর !
যুগে যুগে গান করি'
কত পাখী গেছে মরি' ;
আজ পুনঃ শুনি' কলতান,
মনে কি পড়ে না হয় তাহাদের গান ?

হোমশিখা ।

আমি জানি কোন' কথা ভুল না হে তুমি-
হারাণ' কথার তুমি খনি !
যৌবনের তাপে তাই তপ্ত হ'য়ে ওঠ—
পিককণ্ঠ শুন গো যখনি !—

যখনি বসন্ত প্রাতে
কোকিল সঙ্গীতে মাতে,
ফুল কলি আঁখি তুলি' চায় ;
আমি দেখিয়াছি সব টেক'না আমায় !

হে সমীর ! তোল তবে উৎসাহের তান,
বিশ্ব যেন রহে সচেতন !
আমিও তোমার সনে গা'ব সমস্বরে,
যতদিন না আসে মরণ ।

আমি গেলে—দেখ' দেখ'
এ গান জাগায়ে রেখ'—
মিলনের সঙ্গীত মহান !
নবোৎসাহ সঞ্চারিয়া—দিয়ে নব প্রাণ !

যে আছে প্রেমিক, ওগো, যেবা জ্ঞানবান,
শক্তিমান যে আছে ধরায়,
তাহারে শোনাও, বায়ু, এ মহা-সঙ্গীত,
মহোৎসাহে মাতাও স্বরায় !

হোমশিখা।

শোনাও সকল লোকে,—
অন্ধ, দীন, পঙ্গু, মুকে,—
যন্ত্রণার অবসান গান !
মহোৎসাহ-মহোৎসবে পূর্ণ কর প্রাণ !

সিদ্ধি ।



“—Boundless, endless, and sublime—
The image of Eternity—the throne
Of the Invisible.”

——Byron.

সিন্ধু ।

হে রহস্য-নিকেতন ! সিন্ধু স্মমহান্ !
হে ভাস্কর-করোজ্জল জল !
পরিমা হিরণ্য দ্রাপি বিরাট শরীরে,
কর গান আনন্দ বিহ্বল !
অতলান্ত, নিত্যতমঃ,
গূঢ় তুমি মৃত্যু সম,
ইহলোকে পরলোক তুমি !
হে সমুদ্র ! অদ্ভুতের নিত্য-লীলাভূমি !

ছায়া সম—স্বপ্নোপম প্রজাগণ তব
চিরকাল নিঃশব্দ নির্ঝাঁক !
জল-গুল্ম ধরে, মরি, সচল-স্বভাব
রাজ্যে তব,—অবাক, অবাক !
অসিচক্ষু কেহ হার,
কেহ চলে অষ্টপায়,
একাধারে ধরে নানা রস !
স্বচ্ছ-সুপিচ্ছিল তনু তরুণ-পরশ !

হোমশিখা ।

চরণে নিখাস ল'য়ে প্রাণ ধরে কেহ,
জীপুরুষ কেহ এক দেহে,
নিজ দেহ কাটি' কেহ থণ্ডে থণ্ডে বাঁচে,
বহু একে পার্থক্য না রহে !
কোন জীব অঁতে দাঁতে,
—মুখে না, চিবায় অঁতে !—
ঘুচালে হে লিঙ্গ ও বচন !
ঘুচালে সহজ জ্ঞান—গেল ব্যাকরণ !

মক্ষিলতা—লতা হ'রে গ্রাসে মক্ষিকার !
রক্ত শ্বেত প্রবাল পঙ্কর—
ধরে কিবা গুল্ম শোভা নয়ন রঞ্জন
ছিদ্র-ঘন মনোজ্ঞ-সুন্দর !
অপূর্ব শঙ্কু চয়,
কপর্দ কঙ্কালময়,
শোভে তটে যেন অট্টহাস !
নিঃশব্দে শিথিছে শব্দ সঙ্গীত উদাস !

সচল ছীপের মত যোজন যুড়িয়া,
চলে তিমি নৈবালে চর্চিত !
রাজশব্দ—অঙ্গে অঙ্গে রামধনু আভা ;
মুক্তা-প্রহ—ত্রিলোক বাহিত !

বরুণ—আসে না আর,
পান-পাত্র আজ' তা'র
আছে পড়ি' আলয়ে তোমার !
রতির বীজন-বৃন্ত সৃষ্টি চারুতার !

কতদিন সন্ধ্যারাতে দক্ষিণ পবনে,
পেয়েছি হে তব আলিঙ্গন !
টেনেছে মরণ-টানে পরাণ আমার
তব গান,—ভৈরবে মোহন !

উদয়াস্ত রবিচ্ছটা,
প্রলয় মেঘের ঘটা,
সব সাজে সাগর তোমার !
দিবসের তীব্র আলো, তমিস্র নিশায় !

প্রশান্ত যখন তুমি, অন্তরে তখন'
জাগে ভয় দেখিয়া তোমার !
কুরু যবে ঝটিকায়, সুন্দর তখন,
তখন তোমার প্রাণ চায় !
কি এক মোহের টানে
ধায় প্রাণ তোমা পানে
লালসা, কামনা, অনুরাগে !
জাগেনা মরণ-কথা, ভয় নাহি লাগে !

হোমশিখা ।

কত সুরে, কত ছলে, ডাক গো আমার,
রাত্রিদিন প্রভাত সন্ধ্যায় !
মন্দ আন্দোলিত তব ওই বক্ষঃস্থল
নিশিদিন পরাণ লোভায় !
ওই—ওই কলহাসি,
বাজায় ব্যাকুল বাঁশী,
টানে প্রাণ অকূলের পানে !
শয্যা ত্যজি' উঠিয়াছি মুগ্ধ ওই গানে !

ডাক গো আবার ডাক মহামন্ত্র রবে,
শোনাও মরণ ভোলা গাম !
নিথর নক্ষত্রমালা ডুবিলার আগে
আমারে মিলন-কর দান ।
আঁধার মাথায় ল'য়ে
কাহারি চলেছে বেয়ে ?
ঢেউ মাঝে তরঙ্গী মিলায় !
তুমি জান' কোন্ পথে তা'রা আসে বার !

জাগিছে শৃঙ্খলাহীন মগ্ন-গিরি-শির,
তমঃশিলা ক্ষয় তিলে তিলে ;
ডুবে জাগে শতবার ফেনিল লহরে
বালুচর অকূল স্রলিলে ।

তরী ল'য়ে যা'রা' যার
পথ তা'রে কে চিনায় ?
যদি তা'রা ডুবে এ পাথারে ?
তা'রা কি মরণ ভুলে ভেসেছে সাগরে ?

হে সিদ্ধ ! আমিও আজি মরণ বিষ্মত !
কেবা আমি ধরণীর মাঝে ?
পৃথীদেহে অতি ক্ষুদ্র রক্তশোষী কীট,
এ জীবন লাগিবে কি কাজে !
তাই আসিয়াছি আজ
ঘুচা'তে সকল লাজ
ঝাঁপ দিতে তরঙ্গ মাঝারে,
মহাপ্রাণে মিশাইতে ক্ষুদ্র এ—আমারে ।

সচল পর্বত সম ঢেউ আসে ছুটে,—
এখনি কি পড়িবে আছাড়ি' ?
কিবা সে প্রকাণ্ডতর ঢেউয়ে যাবে মিশে
দিবে শেষ জলস্থল নাড়ি' ?
মরিব ঢেউয়েরি সনে,
লক্ষ ঢেউ যেই কণে—
এক হ'রে—হ'রে সুমহত—
ভাঙ্গিয়া পড়িবে শেষে গলারে পর্বত ।

হোমশিখা ।

ঘুচে যাবে ব্যবধান, বাধা ও বন্ধন,
সপ্ত সিন্ধু মিলিবে আবার !
কোলাকুলি হ'বে পুনঃ লহরে লহরে,—
আজ নাহি পরিচয় যা'র ।
সাজিয়া কিরণ বাসে
অপ্সর শিশুর হাসে
পূর্ণ হ'য়ে যা'বে চরাচর !
এক হ'বে কৃষ্ণ, পীত, তুষার সাগর ।

প্রাণের সে রাজ্য হ'বে, ভাবের সংসার,
শক্তি প্রেম জ্ঞানের মিলনে ;
বহিবে উৎসাহ-বায়ু জাগায়ে ভুবন,
হর্ষ'রবে জীবনে মরণে ।
সোম হবে স্নিগ্ধতর,
সবিতা উজ্জল আর',
চিরশ্রামা সর্বসংসহা ধরা,
সমীরণ অনুকূল, সিন্ধু মুক্তি-ধারা !

ব'সে আছি সে দিনের পথ চেয়ে হার,
দিন যায়, জীবন ফুরায় ;
দেশান্তের পাছ পাখী দেশ ছেড়ে যায়,
তুমি জান' কেন সে পলায় ।

মোরেও লইয়া যাও,
মোরেও দেখায়ে দাও,—
আনন্দের চির নিকেতন ;
শান্তির প্রদীপ যেথা মঙ্গল-কেতন ।

হে সাগর আজি তব স্নিগ্ধ উপকূলে,
দেখিছু যে অপূৰ্ণ স্বপন,
সে কি সত্য হ'বে কভু হ'বে কি সফল ?
কহ মোর জীবন-মরণ !
এই যে চিত্রের মেলা,
এই যে ঢেউয়ের খেলা,
ইহা কি হ'বে না চিরন্তন ?
চিরদিন ব্যথা র'বে ... রহিবে ক্রন্দন ?

ফুকারি' সমুদ্র-পাখী উঠে যে কাঁদিয়া !
পরক্ষণে হাসে হাহাসরে !
একি হয় দৈব বাণী—বল রত্নাকর,—
প্রত্যয় না হয় শকুন্তরে ।
মন গাহে ভিন্ন গান,
সে কহিছে অবসান—
একদিন হ'বে বন্ধনের !
এ জগৎ কেবলি ত' নহে অশুভের ।

হোমশিখা ।

অশুভের রাজ্য এবে, ভুল নাহি তা'র
অধিকার চিরস্থায়ী কা'র ?
শুভশক্তি আজিও যুঝিছে প্রাণ পণে
এক দিন জয় হ'বে তা'র !
তখন ঘুচিবে ভেদ,
ঘুচিবে সকল খেদ,
সেই দিন এ বিশ্ব-ভুবনে—
মরণে ফলিবে শুভ, মঙ্গল জীবনে !

জীবন মরণ—হ'বে দিবা বিভাবরী,
নাহি র'বে বিরক্তি সংশয় !
পূজ্য হ'বে মনুষ্যত্ব সকলের আগে,
মান্ত হ'বে মানব-হৃদয় !
জীবনে ফলিবে শুভ,
মরণে মিলিবে ধ্রুব,
হবে নর বিরাট-মানব !
জলের মিলনে যথা সিদ্ধুর উদ্ভব ।

যে জলে করেছে কেলি কার্ত্ত-বীর্যার্জুন,
ল'য়ে শত সহস্র অঙ্গনা !
যে জলে রক্তাক্ত করি' দিয়েছে তৈমুর,
যে জলে জানকী নিমগনা,

যে জলে যুগান্ত ধ'রে
পূজাৰ্চনা করে নরে
সকলি এসেছে তব ঠাই,
মলে এক হ'য়ে গেছে, ভেদ আর নাই ।

হে সিন্ধু ! গর্জন গান গাহ পুনর্বার,
গুহাতলে তুলি' প্রতিধ্বনি ;
ধ্বংস করি' বাধাবিল্ল, বিদারি' পর্বত
গাহ পুনঃ লক্ষ কণ্ঠে,—শুনি !
কহ মহা-কুর্শ-বরে—
“সহিছ কেমন ক'রে,—
বহিছ তুচ্ছত পৃষ্ঠোপরে ?
ঘুচাও ধরার ভার, নাশ' অধর্মেরে !”

ওই—ওই ভেসে যায় দণ্ড সুবিশাল,
বারম্বার ডুবিয়া ভাসিয়া,
ওকি ভগ্নশেষ কোন' অর্ণব-যানের ?
কা'র ভাগ্য ফেলিলে গ্রাসিয়া ?
ল'য়ে রত্ন ল'য়ে প্রাণ,
ফিরায়ে করি'ছ দান—
ভগ্নতরী—শব উগারিয়া ?
ফেলিতেছ ভুক্তশেষ কূলে আছাড়িয়া ?

হোমশিখা।

হে সমুদ্র ! হে বিচিত্র ! হে সংসার-রূপী !

যুচাও হে আমার সংশয় ;—

ওই যে তরঙ্গ তব উঠে আফালিয়া,

হে অনন্ত ! ওকি ফণাচয় ?

কেবল—কেবল বিষ—

উগারিছ অহর্নিশ ?

মন্দ ভাল দুই নাশ' ক্রুর !

হে সমুদ্র ! হে সংসার ! হে সর্প নিষ্ঠুর !

চিরকাল রহিবে কি বিচিত্র কেবল—

শতকণ্ঠে শতভাষা কহি' ?

শত পথে শতমতে হট্টগোল তুলি'

ভ্রমিবে অদ্ভুত বোঝা বহি' ?

তরঙ্গে তরঙ্গ হানি'

জ্ঞাতি-সূত্র নাহি মানি'

কেবলি কলহে হ'বে চুর ?

হে সমুদ্র ! হে সংসার ! হায় সর্প ক্রুর !

তোমার মথিব পুনঃ সুরাসুরে মিলি'—

হে সমুদ্র ! হে বিশ্বসংসার !

অমৃত ছানিয়া ল'ব বিষ-সিদ্ধি হ'তে,—

মিল শুধু হ'ক একবার !

হাজির কুড়ীর মাঝে
আমি জানি রক্ত আছে,
তমোময় ! হে রহস্যময় !
পুরাতনে ভাঙি', গাও, নূতনের জয় ।

পুরাতনে চূর্ণ করি' ডুবাও সলিলে,
বহুদিন থর সূর্যাতাপে—
দহিছে সে ;—স্থান তা'রে দাও নিজ বুকে,
দহিছে অন্তার-মহাপাপে !
নূতন জ্বায়ে'র দেশ—
গড়' তুমি, উর্নি-কেশ !
সেথা পুনঃ দেখিলে অন্তার,—
ভেঙে দিও—ডুবাইও—প্রচণ্ড বজ্রায় ।

আজি বিশ্বে বিতরিছে দক্ষিণ পবন
পুষ্পগন্ধি ধরার নিশ্বাস ;
দূর দেশ হ'তে যা'রা আসিছে বাহিয়া,—
শ্রান্ত প্রাণে লভিল আশ্বাস !
মজ্জমান ভগ্ন-পোতে
অসহ্য লবণ স্রোতে
লভি' যেন সলিল স্নানাদ—
নাবিকের মন লভে কুলের সংবাদ !

হোমশিখা।

আজি এই বালুচরে বসিয়া একাকী,—
আজি এই দক্ষিণ পবনে,—
অতি দূর—গ্রহান্তর হ'তে মৃদুগান—
পশে আসি' আমার শ্রবণে !
ওগো ভিন্ন গ্রহবাসী !
কি গান গাহিছ বসি'—
তোমাদের সমুদ্রের তীরে ?
ডাকিছ কি আমাদের ? বল', শুনি ফিরে !

হে সাগর ! রশ্মি-রেখা নাচিছে হাসিয়া !
হাসিতেছ তুমি কলস্বরে !
কি যেন গোপন আজি রাখ মোর কাছে !
যেন তাহা বলিবে না মোরে !
উন্মি করে কাণাকানি,
গ্রহে গ্রহে জানাজানি,
কেন শুধু আমার গোপন !
বল', বল', জাগরণে ক'র' না স্বপন ।

হাসিয়া লুকাতে কেন চাহ্ বারবার,—
ফুটে উঠে কেন-শুভ্র-হাস !
মঙ্গল-বারতা তুমি পেয়েছ নিশ্চয়,—
মিলনের মহান আশ্বাস !

কখন বর্ষণ ছলে—
ত্রিলোকের সন্ধি স্থলে—
ক্ষণপ্রভা বলেছে তোমার,
বৃষ্টি বিন্দু—কলস্বরে সায় দেছে তাঁর !

দেশে দেশান্তরে মিল যুগে যুগান্তরে !
অন্তরের অনন্ত মিলন !
লোকে লোকান্তরে মিল গ্রহে গ্রহান্তরে !
গাহ সিক্ত সঙ্গীত নূতন !
অচেত চেতনে মিল !
জীবনে মরণে মিল !
জন্মে জন্মান্তরে সন্মিলন !
তরঙ্গে তরঙ্গে সিক্ত ! করহ ঘোষণ !

शुद्धशब्दः ।



“मातर्मेदिनि तात मारुत सखे तेज सुवन्धो जल
भ्रातर्व्योम निवद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः ।
युष्मत् सङ्ग वशोपजात सुकृतोद्रेक स्फुरन्निर्मल
ज्ञानापास्त समस्त मोहमहिमा लीये परेब्रह्मणि ॥”

স্বর্ণগর্ভ ।

—*—

হে অসীম ! স্বর্ণগর্ভ ব্যোম !
হে বিরাট ! ব্রহ্মাণ্ড-উদর !
কুক্ষিতলে লক্ষ সূর্য্য সোম,—
তবু তুমি তমঃ কলেবর !
কোথা আদি কোথা শেষ—
কই তব কাল দেশ ?
বিখ্যাদার ! অচ্যুত ! অক্ষয় !
গুণহীন গুণের নিলয় !

কোথায় অসংখ্য তারা জলে ?
অনাদি অনন্ত অন্ধকারে !
কোথায় হাজার ভেলা চলে ?
অকুল অতল পারাবারে !
নিশীথে প্রান্তর দেশে
ধূনী জ্বলে আছি ব'সে ;
রশ্মিছত্র বেড়ে উঠে যত—
অঁধার-চত্বর বাড়ে তত !

হোমশিখা ।

হা অনন্ত আঁধারের গ্রাস !
হা আলো—খেলানা আঁধারের ;
অসত্যের মাঝে করি' বাস,
হার হার কি হ'বে সত্যের !
গ্রহ, রাশি, সূর্য্য, সোম,
জ্যোতির্ময় তারাস্তোম,
কতটুকু এনেছে জীবন ?
কতটুকু আলোক স্পন্দন ?

অপরূপ ! সুরূপ তোমার
তিন লোকে কে পারে বর্ণিতে ?
নাহি পাই স্পর্শ সুষমার,
নাহি পাই মাধুরী ভূজিতে ;
বর্ণের বিকাশ নাই,
গন্ধের বিলাস নাই,
নাই নাই সঙ্গীত বন্ধার ;—
মুগ্ধ তবু অন্তর আমার !

তবু সে উদগীর হ'রে আছি—
মনে প্রাণে স্বস্তি আর নাই,
অককারে হ'রে কাছাকাছি
সারারাত ব'সে আছি তাই ;

তুমি আছ আমি আছি ;
জানিতে পাইলে বাঁচি—
মোদের সম্বন্ধ চিরন্তন,—
পুরাতনে নিম্নত নূতন !

একি মোহ ? এ কি ইন্দ্রজাল ?
মায়াধর—প্রাচীন সংস্কার ?
তা'রি ভাষে দেখি কি খেয়াল—
মূর্ত্তি ধ রে আসে বাক্য তা'র ?
স্বপনেরে সত্য ভাবি'
পরিচয় করি দাবী ?
মিথ্যা করি মনেরে পীড়ন ?
একি ব্যঙ্গ ? হার মুগ্ধ মন !

নয়ন মেনেছে পরাজয়,
উর্দ্ধবাহু বার্থতা প্রচারে ;
তবু মোর সদা মনে হয়
একেবারে ডুবিনি পাথারে ।
কৌতূহলে করি' সাথী
কাটাই তিমির রাত্তি ;
যে তিমিরে সূদূর তপনে,
খণ্ডোত বলিয়া হর মনে ।

হোমশিখা।

এ তিমিরে নাহি ধ্রুব, রবি,
কেহ নাই কিছু নাই হায় !
করমে আনন্দ বড় লভি'
ভেসেছি গো শুধু সে আশায় !
দোহদ-ব্যথার মত
ছলভের মোহ যত
আকুল করিল প্রাণমন,
তাই ডালি দিখু এ জীবন।

নিজেরে বিপন্ন করি' নিজে !
সেই এক আনন্দ নূতন !
পুনঃ বাঁচি' হর্ষ তাহে কি যে—
কে করিবে তাহার বর্ণন ?
সাগরে ভাসায়ে ভেলা
সারাবেলা হেলা ফেলা,
কে জানে সে ভিড়িবে কোথায় ?
নূতন বন্দরে কিবা অতল তলার ?

হে হিরণ্য-গর্ভ ! হে আকাশ !
তোমার ও অরূপ সলিলে
আছে বহু আবর্তের' দ্রাস,
অপরূপ—তুমি হে নিখিলে !

আবর্তের নাভি স্থলে—
ঘূর্ণ্যজলে উঠে জ্বলে—
এক এক সূর্য্য সমুজ্জল !
ডুবে ভেসে ফিরে গ্রহদল ।

সূর্য্যনাভ সে আবর্ত হ'তে
যেই গ্রহ যতদূরে চলে,—
শব্দহীন মন্দীভূত শ্রোতে
নির্ব্বিকার নিস্তরঙ্গ জলে,—
সে কি তত শাস্তি পায়,
তত তৃপ্তি লভে ? হায়,
কিবা সেই ধন্য ত্রিভুবনে
ফিরে যেই আবর্তের টানে !

হে বিরাট ! ওহে বিশ্বরূপ !
তোমার ও দেবদেহ মাঝে,—
শুভ্র, শ্যাম, কুৎসিত, সুরূপ,
ভাল, মন্দ, সমানে বিরাজে ।
নিবিড় পল্লব দলে
বর্ণে, রূপে, পরিমলে,
ফুল হাসে তারার মতন ;
কে ধন্য অধন্য কোন্ জন ?

হোমশিখা ।

যে সবিতা সার্থক হেথায়,
অন্তলোকে সেই সে নিফল !
যে সুধাংশু হেথা দীপ্তি পায়,
লোকান্তরে পিণ্ড সে কেবল !
সর্বসহা এই ধরা,
মাতা যা'রে বলি মোরা,
ভিন্ন গ্রহে—গ্রহ মাত্র হায় !
অগোচর এই সিন্ধু বার !

হেথা যা'র মূল্য কিছু নাই,
অমূল্য সে অন্ত কোন' দেশে ;
আজি যা'রে বলিতেছি 'ছাই'
প্রাণাধিক ছিল কালিকে সে !
যে তত্ত্ব নূতন বলি'
মাথায় নিতেছি তুলি',—
আজি যা'রে করি আবিষ্কার,
কাল কেহ পুছবে না আর ।

হে মহান্ ! সকলি নিফল
ব্যবহার না জানিলে তা'র,
হে উদার ! সকলি সফল
জানিলে প্রকৃত ব্যবহার !

বিকারে গরলে মধু,
নহিলে—গরলই শুধু,
হে মৃত্যু ! হে অমৃতের রাজা !
তোমা' ছাড়ি' —কা'রে করি পূজা !

বর্ণহীন তুমি হে আকাশ !
নীলকান্ত—মানুষের চোখে,
তোমার' কি জাগে অভিনাষ
রূপে ধরা দিতে নরলোকে ?
মানুষের প্রেম, হার,
তোমার' কি প্রাণ চায় ?
সূর্য্যশশী ভাঙারে যাহার,—
প্রাণ পেতে প্রাণ কাদে তা'র ?

নীলোৎপলে পরাগের মত
গর্ভে তব সূর্য্য কোটি কোটি !
পরমাণু সম গ্রহ যত
রসে ফিরে উলটি পালটি !
স্বর্ণগর্ভ ! বিশ্বাধার !
তব জানে কে তোমার ?
স্বর্ণসূত্রে শুধু অনুভব,—
জ্যোতির্ময় আনন্দ উৎসব !

হোমশিখা ।

হে হিরণ্যগর্ভ ! হে উদার !
পক্ষপুটে রাখিয়াছ ঢাকি'
স্বর্ণভিষ—সোনার সংসার ;
হে আদিম ! হে অপূর্ব পাখী !
স্নেহ তব স্নুগভীর,
নাহি তল নাহি তীর,
নাহি তাহে তরঙ্গ চঞ্চল ;
শুধু শান্ত রক্ত চলাচল ।

তরঙ্গিত সাগর বিশাল,—
শেষ যা'র ধরণীর শেষে,
স্রুত তা'র গর্জন করাল
ডুবে যায় মৌন তব দেশে ;
ভাবের স্বপন-কায়া,
মনের জগতে, যায়
বিরচন করি' যেন ফিরে,—
নিঃশব্দে ও তিমির-শরীরে !

আছ তুমি সকলের মাঝে,
তবু যেন নাই কোন' ঠাই ;
দেহে তব ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে,
তবু তুমি নিলি' গু সদাই !

নাট্যলীলা, নিত্য নব,
দ্রষ্টাভাবে অনুভব
অন্তরের জগতে হরষে !
স্বিচ্ছ এক যুগালের রসে !

জ্যোতির্ময় স্রবণ যুগল,—
অন্তরে, আনন্দ-ধারা তা'র—
বহিয়া চলেছে চিরকাল,—
চিরন্তন প্রাণের আধার !
হৃষ্ট-আশা-সূত্র-ভরে
বিশ্ব রহে শূন্য 'পরে,
যদি সেই সূত্র পড়ে কাটি'—
তখনি সে মাটি হয় মাটি ।

সূর্য্য হ'য়ে ফুটেছে হরষে
কণামাত্র তোমার গৌরব !
ফুল হ'য়ে বসন্তে বিকাশে
হে নিগুণ ! তোমার সৌরভ !
তুমি ব্যাপ্ত লোকে লোকে,
তুমি দীপ্ত চোখে চোখে,
মুখে মুখে গুঞ্জরিত তুমি ;
অমৃত ! মরণে আছ চুমি' !

হোমশিখা ।

সোপবীত দ্বিজ শনৈশ্চর,
দিনকর গ্রহ-ছত্রপতি,
পাণ্ডুর কিরণ শশধর,
চারিচক্রে গুরু বৃহস্পতি,
ছায়াপথ—তারাসেতু,
রাশিচক্র, ধূমকেতু,
কত শত সৌর সম্প্রদায়,—
তোমার শরীরে শোভা পায় !

মহাশূন্য ! পূর্ণ সর্কধনে !
মহামৌন ! সঙ্গীত আলয় !
অন্ধকার ! সহস্র তপনে—
লক্ষ সূধাকরে আলোময় !
গ্রহ হ'তে গ্রহাস্তরে,
সূর্য্য হ'তে শশধরে,
কিরণে কিরণে আলিঙ্গন !
রাজ্যে তব বিচ্ছেদে মিলন !

স্বর্ণগর্ভ ! সাম্রাজ্যে তোমার
অন্তরীক্ষে অনন্ত মিলন !
দূরে প্রেম—আনন্দের ধার,—
চোখে চোখে, কিরণে কিরণ !

নাহি পরশের ক্রন্দ,
নাহি শানি, নাহি স্বেদ,
দৃষ্টি স্মৃতি হৃষ্ট প্রাণমন !
তুষ্টি চিতে অনন্তে ভ্রমণ !

উলটি' পালটি' শতবার
কোথায় চলেছে গ্রহচর ?
ঈজিতে বল হে একবার—
কি উদ্যোগ চলে নভোময় ?
উর্দ্ধ কিবা অধোগতি,
না বুঝি ক্রীণমতি,
কিবা শুধু স্রোতে গাং ভাসান !
কোথা এর হ'বে অবসান ?

কোথায় জ্যোতিষ্ক দল চলে—
যাত্রীদল চলেছে কোথায় ?
কে আমি ? কে দিবে মোরে ব'লে—
এ কথা স্মৃতি'ব কা'রে হার ?
জানি শুধু ভাসিয়াছি,
কূল নাই কাছাকাছি,
বিস্ময়ে সংশয়ে কাটে দিন,
শক্তি গেল, দৃষ্টি হ'ল কীণ ।

হোমশিখা ।

তাই ব'লে করিনি নিজেরে
নিশাচর আশঙ্কার দাস ;
কি সুখা'বে জন্ম-নাবিকেরে ?—
তা'র শুধু ভেসেই উল্লাস !
লাভ ক্ষতি নাহি গণে,
নাহি গণে ধন জনে,
জানে শুধু আনন্দ—জীবন !
আশঙ্কা,—সে জীবনে মরণ !

স্বর্ণগর্ভ ! স্বর্ণগর্ভ বোম !
হুঃখে সুখ তোমার আমার !
আমরা ফুটাই তারাস্তোম—
ছিল যেথা নিত্য অন্ধকার !
আনন্দ আনন্দ শুধু
কেবল কেবল মধু
বিতরণ,—মথিরা সাগর !
মধুময়—হ'ক চরাচর !

মধু জলে, মধু বন ফলে,
প্রাণের পক্ষে মূলে মধু,
মধু মাতে, মধু মহীতলে,
জীবনে আনন্দ-মধু শুধু !

মধু—কর্ণে আসক্তের,
মধু—বিষে রোগার্শ্বের,
মধুপ্রদ মৃত্যু দধীচির !
মধুজীব দয়িত শচীর !

মধু তুমি, মধু স্নিগ্ধ ষোম !
মধুময়ী চিরশ্রামা ধরা !
মধু, মধু, মধু সূর্য্য সোম !
মধুবাত, সিন্ধু মধুকরা !
মধুমান বনস্পতি,
কাম্য ধেনু মধুমতী,
মধু মধু—বিশ্ব মধুময় !
মধুমান্ আনন্দ অক্ষয় !

सांख्यिकेन ज्ञान ।



“एतेनाग्ने ब्रह्मणा वायुधस्व
शक्तीवा यत् ते चक्षमा विदावा ।
उत प्रणेषि अभियस्यो अस्मान्त्
संनः सृज सुमत्या वाजवत्या ॥”

সাগ্নিকের গান।

আকাশে বসতি যাঁর তপনের মাঝে,
অন্তরীক্ষে বিছাতের দেহে,
সেই অগ্নি মূর্তিমান গেহে,
সেই অগ্নি মর্ত্যভূমে আনন্দে বিরাজে !

কীটের আবাস ভূমি, বিনীর্ণ, নীরস,
নিস্তেজ, ত্রিহীন শমীশাখে—
মূর্তিমান সেই বহ্নি থাকে,
সজ্বাতে আগিরা উঠে দৃশ্য নিরলস !

প্রতিষ্ঠা করিরা তাঁ'রে যজ্ঞ বেদিকার,
মোরা সবে তাঁ'রি পূজা করি,
অন্তরে তাঁহারি তেজ ধরি,
বিচ্ছুরিত নববল তাঁহারি শিখার !

হোমশিখা।

জল' জল' তেজঃপুঞ্জ ! উজ্জল পাবক !
সূর্য্য চন্দ্র আছে যতদিন,
ততদিন তুমি মৃত্যুহীন,
ততদিন তন্দ্রাহীন জল' ধবক ধবক !

দহ' দহ' নিঃশেষিয়া মিথ্যার জঞ্জাল,
অমূলক, অলীক, অসার,
দগ্ধকর—কর ছারথার,
গ্রাস' তুমি মেলি' সপ্ত রসনা করাল !

সত্যের কিরণ রূপে বিরাজ ভুবনে,
মানুষে মানুষ পুনঃ করি'
সকল কলঙ্ক তা'র হরি'
অগ্নি-পরীক্ষার আজি চিনাও কাঞ্চনে ।

জ্ঞান-বহ্নিরূপে জল' সদা উজ্জ্বল,—
নিবাত নিষ্কম্প সমুজ্জল,
আবেগ উষেগে অচঞ্চল,
মৌন প্রতীকার যত নিরন্তর উন্মুখ !

প্রেমের আলোক রূপে করহে বিরাজ !
সুনীচ তুণের পানে হেলি'
আপনার স্বর্ণ পাণি মেলি'
গলিত কাঞ্চনে তা'রে সিক্ত কর আজ ।

জল' মনঃকুণ্ড মাঝে নির্মল পাবক !
সমুদ্রে বাড়বানল জল',
দাবানল বনে বনে চল',
ঝলসি' জলিয়া উঠ পৌরুষ-পুলক !

আর তুমি সুপ্তভাবে ইন্ধনে বিলীন—
কতকাল রহিবে অনল ?
জাগ' জাগ' জাগ' মহাবল !
থেকনা হে অসীম শক্তিতে শক্তিহীন ।

দিব দান ইতিহাস-খাণ্ড-কানন,
হে অগ্নি ! বাড়াত্তে অগ্নি তব,
ঢালিব জীবন-হবি নব,
নূতন শক্তিতে জাগ' জাগ' হতাশন !

হোমশিখা ।

মোদের বচনে মনে—অস্তর মন্দিরে,
রহ তুমি জাগি' অক্ষুণ্ণ,
তরু দেহে রসের মতন ;—
বিষম জ্যৈষ্ঠের দিনে ছরসু শিশিরে ।

দরিদ্রের নিধি সম রাখিব তোমার
আজীবন অতি সাবধানে,
যোগাজনে সঁপিয়া নিদানে
নিশ্চিন্তে ধুলার দেহ মিশা'ব ধুলায় ।

বিশ্ব-মানবের ক্রণ অপুষ্ট কোমল—
যতদিন পূর্ণাঙ্গ না হয়
যতদিন আছে কোন' ভয়
ততদিন তপ্ত তা'রে রাখিও অনল ।

যে দিন পেয়েছে নর তোমার সন্ধান,
মনুষ্যত্ব পেয়েছে সে দিন ;
হে অনল, হে চির নবীন !
তুমি রাখ বাঁচাইয়া তোমার সে দান ।

উচ্ছে উঠিবেই শিখা হুলুক যতই,
নিশ্চুক্র নিশ্চল সুমহৎ
আত্মার কাঞ্চনময় রথ
তুলেছে পতাকা নীল নীলাকাশে ওই ।

সে রথে মহিমাময়ী প্রাণময়ী নারী—
 বিরাজিতা জগতের রাণী ;
 মৃত জড় সদা যুগ্মপাণি
 চলেছে স্থানিত গতি পিছে পিছে তা'রি ।

প্রাণময়ী সুন্দরীর বথচিহ্ন ধরি’
 পশু, মূক, জড় মুক্ত হ’বে,
 মুক্ত হ’বে প্রেমের গৌরবে,
 যা’ আছে অপূর্ণ আজি উঠিবে তা’ ভরি’ ।

হৃদয়-মন্দির-বাসী শক্তির প্রেরণা—
 অনুভব করি' নিজ মাঝে,
 সাজিবে সে অভিনব সাজে,
 দূরে যা'বে ভেদজ্ঞান—অলীক ধারণা ।

হোমশিখা।

অনলে জলিয়া যা'বে সকল প্রভেদ,—
পঙ্কলেপ, চন্দন প্রলেপ,
অগ্নি হ'তে নগ্ন গুনঃশেফ—
উঠিবে নিম্নল শিশু উচ্চারিয়া বেদ।

পাপে পুণ্যে তারতম্য মূৰ্খতা বিজ্ঞান
মানুষে মানুষে যাহা আছে,
টিকেনা—ও পরীক্ষার কাছে,
দগ্ধ হয় ছদ্মসাজ জ্ঞানের শিখায়।

চঞ্চল, সংযমী শিব মদনের শরে ;
ধর্মপুত্র মিথ্যা কহে হার,
কেবা উচ্চ তুচ্ছ কে হেথায় ?
অহল্যা, বসন্তসেনা,—শ্রেয় বলি কা'রে ?

ধর্ম ব্যর্থ হ'য়ে গেছে নির্ণয়ে রোগের,
বিফল বিধান বিধি যত ;
মূলে হার কি যে আছে ক্ষত,
অতর্কিতে ছেয়ে ফেলে দেহ সমাজের !

পণ্ডতে ভরিয়া উঠে বীরের সমাজ,
ভণ্ডে ভরি' উঠে ধর্ম মঠ ;
কীটে ভরে শস্ত পূর্ণ ঘট,
সম্বরস নাশি' রহে পরি' তুষ-সাজ !

তারপর আসে যবে বপনের দিন,
লঘু বায়ে তুষ উড়ে যায়,
ঘণ্টা কীট মাটিতে লুকায়,
চাহিয়া রহিতে হয় বল-বুদ্ধিহীন ।

দেহীর জটিল এই দেহের মতন—
যত সত্য-সমাজ-শরীর,
সবই হার ব্যাধির মন্দির,
ঋণিক স্বাস্থ্যের শেষে রোগ চিরন্তন ।

এ রোগের শান্তি নাই ঔষধে মস্তরে ;
দেখা পেলো সত্য-দেবতার,
ব্যাধি তবে থাকেনাক' আর,
বাহিরে বিকাশে জ্যোতি আনন্দ অন্তরে ।

হোমশিখা।

রহ চির-প্রজ্বলিত চির-সমুজ্জল
সত্যনিষ্ঠা ! বহ্নি শিখা সম ;
যেথা যেথা স্নিবিড় তম
সেথাই মোদের তুমি সহায় সঞ্চল ।

অবিষ্যের বলবুদ্ধি ভরসা যাহারা,
সত্যের নিকল শিখা পানে
দ্রুত পদে উল্লাসিত প্রাণে
যা'রা আজি চলেছে ভাবনা-ভয়-হারা ;—

কিছু কি তা'দের তরে করি নাই ভবে ?
দেহপাত করি' প্রাণপাত
ভরিয়াছি সময়ের খাত,
দেহ সেতু ক'রে দি'ছি,—তা'রা পার হ'বে ।

কি উৎসাহ কত সাধ আরা' সবাকার !
সব জানিবার কোতূহল,
কি অমৃত কিবা হলাহল,
সব শিখিবার সাধ—সব শিখাবার !

সব গ্লানি, সব ব্যাধি, বেদনা খুঁচায়ে,
পৃথীরে করিব নিরাময়,
কুৎসিতে করিব শোভাময়,
বশে আনি' কালফণী ফিরিব নাচায়ে।

সন্দেহের সংশয়ের অন্ধকার দেশে
ল'য়ে যাব জ্ঞানের মশাল,
অঁধার খনির রত্নজাল
তুলিয়া আনিব মোরা নিমেষে নিমেষে।

এই ধূলিময় ধরা রহি' এরি মাঝে,
রাখে নর সংবাদ তারার!
কুদ্ৰ নর তুচ্ছ নহে আর,
জেনেছে সে—এ বিশ্বের আত্মীয় সে নিজে।

শত দিকে শত স্রোত, ঘূর্ণি শত শত,
তা'রি মাঝে কুদ্ৰ আগনার,
যে শক্তিতে স্থির রাখা যায়,
অমৃতের অংশ সেই বিশ্বে ওতপ্রোত।

হোমশিখা ।

বহুদূরে স্বর্গপুরে না রহেন তিনি,
তাঁ'র বাস মানব-অস্তরে,
আনন্দ তাঁহারি চর্যা করে,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই তাঁহারি সৃষ্টিনী ।

তাঁহারি নয়ন-জ্যোতি সত্যের আলোক,
সন্দেহে ও সংশয়ে সহায়,
সর্ব শুভ তাঁ'রি অনুজায়
তাঁ'রি কর্ম কাণ্ডে পরিপূর্ণ মর্তলোক ।

গাও হে কর্মের জয় ! উৎসাহী যুবক !
কর্ম কর সত্যের কারণে,
কর শ্রম জ্ঞানের চরণে,
অনুকৃত অতল্ল শিখা কর্মের পাবক !

আপন পরের তরে কর কারি ক্রেশ !
সকল জীবের সুখ তরে,
শুভ চিন্তা শুভ কর্ম ক'রে,
করম-স্বীরের স্বর্গ সত্য' অবশেষ ।

হোমশিখা।

বিশ্বের মঙ্গল হেতু কর পরিশ্রম,
মানুষের তরে কর তপ,
কর্ম—কর্ম—কর্ম কর জপ,
আছে ত' মৃত্যুর পারে বিশ্রাম চরম।

আশুগ জালায়ে রাখ ! রাখ হে সজাগ !
ভ্রাতা দাবী যা'র যত আছে—
অবনত হও তা'র কাছে ;—
তা' ব'লে নিজের দাবী করিয়ো না ত্যাগ।

বহ্নিশিখা সম সদা হও উচ্চশির !
সুপবিত্র, নিষ্কল, নির্মল,—
রেখ' তেজ উৎসাহ প্রবল,
ক্ষুদ্র হও—তুচ্ছ নও, হ'য়োনা অধীর।

সবাই হইতে নারে যোগী জিতেদ্বির,
হ'তে পারে সরল সবাই,
খলনে পতনে কতি নাই,
সরল যে সেই সাধু বিশ্বের সে প্রিয়।

হোমশিখা।

নির্ভয়ে ভেটিয়ে তা'রে যে আসে সম্মুখে,
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভয় আর,—
মর্শ্ব বুঝে লও সবাকার ;
নহে, মিথ্যা বেঁচে থাকা ভ্রম পুষ্টি' বুকে ।

সাবধান ! সাবধান !—ওহে সত্যকাম !
কাচ মণি নিজে লও চিনে,
মণিলমে রাঙা কাচ কিনে
মনে মনে কমায়েনা রতনের দাম ।

শিশু সম নগ্ন, কান্ত, পবিত্র, সুন্দর ;
অগ্নিসম নিষ্কলঙ্ক, শুচি,—
হাস্তে যা'র তম যার ঘুচি'—
সেই সত্য চিরন্তন, অক্ষয়, ভাস্কর ।

তাহারে ধরিয়া রাখ হৃদয়ে আপন,
আজীবন সেবা কর তা'রি ;
ব্রষ্ট যত ত্রিপুণ্ড্র কধারী,
চোখে তা'র ধূলা দিয়ে, করে জালাতন ।

আগুন সজাগ রাখ, হে উন্নতি কামী !
রহ ধরি' সাধনার পথ,
সিদ্ধ হ'বে তবে মনোরথ,
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয় ভুল'—তীর্থ-পথ-গামী !

যুগের সাধনে কিছা জনেকের তপে
করগত হয় যেই নিধি,
সে নিধি রহেনা নিরবধি,—
যতন যে জানে শুধু তা'রে প্রাণ সঁপে ।

তপস্তা নিয়ত চাহি—চাহি কালে, কালে,
সিদ্ধি হয় তবে করগত ;—
বিক্রমের বেতালের মত
চলিবে নিদেশ মানি' ভূতলে পাতালে !

জ্ঞান চাহি হে অনল চাহি মোরা আশা,
আশাহীনে শূন্য এ সংসার,
কর্মে জ্ঞানে হর্ষ নাহি তা'র,
অন্যমুখ্য—যত্নবলে যাওয়া আর আসা ।

হোমশিখা।

সমীরের সখ্য চাহি—চাহি হে ইন্দন,—
চাহি জ্ঞান, চাহি মোরা আশা,
করুণা, মমতা, ভালবাসা,
উৎসাহ, শক্তি চাহি আবেগ-স্পন্দন !

আজন্ম নেহারি শুধু মানবে ঘিরিয়া,
বিস্তারি' বিপুল নিজদেহ
আছে বিশ্ব, জানেনাক কেহ
কোথা হ'তে, কি কারণে, এল কি করিয়া !

আজীবন দেখিতেছি সূর্য্য, সিদ্ধ, ক্রিতি,
মৃত্যুহীন এ বিশ্ব ভুবনে ;
তাহাদেরি অক্ষয় জীবনে
মানুষের' আছে ভাগ, মনে হয় নিতি ।

বিশ্ব-মানবের সাথে প্রতি মানবের—
এক দাবী, এক অধিকার,
এক বিধি, একই বিচার ;
অনাদি অনন্ত এক ধারা-জীবনের !

যুগে যুগে চলিয়াছে দেহের পালন,
চলিয়াছে মনের বিকাশ,—
অন্তরের আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
বিশ্ব-কোড়ে ছলিছে পুলক অকারণ !

হে পাবক ! পবিত্র কর হে চিত্ত মোর,
দগ্ধ করি' মিথ্যার জঞ্জাল,
নষ্ট করি' শঙ্কা-তমোজাল,
অল' তুমি বিনাশিয়া সংশয়ের ঘোর ।

বিশ্ব-মানবের প্রাণে মিশাও এ প্রাণ,
ঘুরে থাক্ জীবনের ধারা,—
পারাবারে হ'ক আত্মহারা ;
বিশ্ব-মানবের গানে মিশাও এ গান ।

আপনারে বিরূপের আত্মীয় জানিয়া,
বাড়ুক শক্তি দিনে, দিনে,
তা'র সাধ্য তা'র শক্তি জেনে—
নিজ সাধ্য, নিজ বল লইব চিনিয়া ।

হোমশিখা ।

বিশ্ব-মানবের মত পৌর-অধিকার,
তা'র মত পৌরুষ, গৌরব,
জনে জনে লভে যেন সব ;
জনে জনে মহেশ্বের পূর্ণ অবতার ।

হে পাবক ! হে নির্মল ! হে চির-উজ্জল !
ভুলিতে দিগ্বোনা আমাদের
মহনীয় মহিমা তপের,
চিরস্থির রহে যেন সাধনার ফল ।

যুগে, যুগে, হে যজ্ঞাগ্নি ! শিখা'রো সকলে ;—
অতদ্রিত ভাবে যেই জাতি,
সমুজ্জল রাধি' জ্ঞানভাতি
তপস্তা করিতে পারে,—তা'র পুণ্যফলে—

স্বর্গলোক নেমে আসে এই ভূমণ্ডলে ;
লভে নর দেবতার মান,
দেবশক্তি, দেবতার জ্ঞান ;
পুলকে বিচ্যৎ খেলে তা'র পদতলে !

যে আজ মেলিছে অঁধি ভবিষ্যের কোলে,
যজ্ঞের অনল পানে চেয়ে,
মৃদুস্বরে উঠিতেছে গেয়ে,
অর্থহীন আনন্দ-কাকলি কুতূহলে,—

তাহারি ললাটে এই যজ্ঞ-ললাটিকা ;
যুগান্তের তপস্তার ফল,
দিক্ তা'রে নিত্য নব বল,
সে রাখিবে সমুজ্জ্বল সাগ্নিকের শিখা ।

যা'রা আসিতেছে ওই আমাদের পরে,
প্রাণে যেন বহ্নি-ভেজ রাখে ;
যুগে যুগে দীপ্ত যেন থাকে,
মনুষ্যত্ব-মহত্বের রশ্মি ধরে ধরে ।

অল' অগ্নি ধরে, ধরে, অন্তরে, অন্তরে,
কর প্রাণ পুঞ্জ ভেদমানি ;
যাক্ তম, যাক্ ভেদজ্ঞান,
স্বপ্না, ভয়, পাণ, তাপ, দর্প যাক্ দূরে ।

হোমশিখা।

হে অগ্নি ! হে দেবপ্রিয় ! দীপ্ত হতানন !
সফল কর এ মম গান,
গৃহে গৃহে কর অধিষ্ঠান,
হউক সান্নিধ্যে পূর্ণ নিখিল ভুবন।

উজ্জল-সজাগ রহ হে দৈব-আলোক !
তেজঃ পুঞ্জ পূর্ণ কর প্রাণ,
অন্ধজনে দৃষ্টি কর দান,
স্বর্গের কিরণে পূর্ণ হ'ক মর্ত্যলোক !

সাম্য-সাম ।



“For a’ that, and a’ that,
'Tis coming yet, for a’ that,
That man, to man the world o’er,
Shall brothers be for a’ that.

——Robert Burns.

সাম্য-সাম ।

ছায়াপথ হ'তে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি' ;
বারতা এসেছে পুলক প্লাবনে ভুবন গিয়েছে ভাসি' !

নাচিছে সলিল, হুপিছে মুকুল, ডাকিয়া উঠিছে পিক,
বারতা এসেছে প্রভাত পবনে,—প্রসন্ন দশ দিক ।

কে আছ আজিকে অবনত মুখে, পীড়িত অত্যাচারে ?
কে আছ ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষন্ন, অশ্রায় কারাগারে ?

যুগ যুগ ধরি' কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা !

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি' গলে ?
পশুর অধম অশুর দন্তে মানুষেরে তবু দলে' !

কণ্ঠে বাঁধিয়া ধনসম্পূট, রত্নমুকুট শিরে,
কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে ;

হোমশিখা ।

তবে কেন হার জগত জুড়িয়া, এ বিপুল খল-পণা,
বেড়া দিয়ে দিয়ে মুক্ত বাতাসে বাঁধিবার জল্পনা !

কস্মে যা'দের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হ'ক,
পুণ্য তা'দের চরণ পরশে ধন্ত এ নরলোক ।—

হ'ক সে তাহার বরণ কৃষ্ণ, অথবা তাম্র-রুচি,
নির্মল যা'র হৃদয় সেজন শুভ্র হ'তেও শুচি ।

ব্যবসা যা'দের রক্তত মূল্যে নিজ পদধূলি দান,
অন্তে উদয়ে ব্যস্ত করিতে আপনার জ্ঞতি গান,

যা'দের কপায় রক্তন শালে ধর্ম পেলেন ঠাই,
হার পরিতাপ ! ত্রিলোক বলিছে তাহাদের জ্ঞতি নাই !

ভুবন ব্যাপিয়া স্নেহ যবন শূদ্র বসতি করে,
সাত সমুদ্র তাহাদেরি হার পাদোদকে আছে ভ'রে ;

বিপুল বিশ্বে এক গণ্ডুয জল পাওয়া আজি দার, —
ধর্ম আছেন রক্তন শালে ;—জাতিটাই নিরুপার !

যাহাদের ছায়া ছুঁইলেও পাপ, পবন অর্কচীন,
তা'দেরি চরণ ধূলি তুলি' দেব মস্তকে নিশিদিন ;

নিখাস নিতে মনে হয়, সে যে অজাতির উচ্ছিষ্ট !
কর্ম হ'তেছে পণ্ড নিরত ধর্ম হ'তেছে ক্লিষ্ট ।

জগতের চূড়া এ জাতির যদি পামীরে হইত বাস,—
তা' হ'লে হ'তনা প্রতি নিখাসে নিতে পামরের শ্বাস ।

স্নেহের শ্রমে চারি আশ্রম ভাঙিয়া পড়িছে নিতি,
পীড়ায় আতুর সংহিতা সব পুড়িয়া যেতেছে স্মৃতি !

বর্ণোত্তমে বর্ণে তাহারা করিয়াছে পরাজয়,
নিষ্ঠার বলে প্রতিষ্ঠা তা'র আজিকে ভুবনময় ;

ব্রাহ্মণ শুধু মরিছে বহিয়া উপবীত অবশেষ,
রাজ্য বিহীনে লজ্জা দিতেছে পৈতৃক রাজবেশ ।

উর্দ্ধে রয়েছে উত্তম সদা জগন্নাথের ছড়ি,
সমান হ'তেছে শূদ্র ও দ্বিজ সবে তা'র তলে পড়ি' ।

ধনির তিমিরে, কা'রা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি' কান,
অনেক নিম্নে পড়ি' আছে যা'রা শোন তাহাদের' গান ।

দূর সাগরের হল্‌হল্‌ সম উঠিছে তা'দের বাণী,
বহু সস্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি' ;

হোমশিখা ।

অশ্রু হারিয়ে রক্ত নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন,
পঙ্কিল ভাষা, স্বপ্ন বচন,—নাহি সে মানুষ যেন !

শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হ'য়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই ল'য়ে ;

জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্তে জঠর নাহিক ভরে ।

হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী !

নর বাহনের সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল মরম, মরিল ধরম, ধরনী গুমরি' ধায় ।

তবু ঘর্ষধে, চলে মন্বরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী নিধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ !

মানুষ কাঁদি'ছে, মানুষ মরি'ছে, বেঁচে আছে তরবার !—
এর চেয়ে সেই বস্ত্র জীবন ভাল ছিল শতবার ;

সেথায় ছিলনা শৃঙ্খল জাল, বন্দী ছিল না কেউ,
ছায়া-সুগহন কাননের মাঝে শুধু সবুজের ঢেউ,

হোমশিখা ।

জটিল গুল্ম কণ্টকে ফুলে উঠিত আকুল হ'য়ে,
দেবতার শ্বাস আসিত বাতাস ফলের গন্ধ ব'য়ে,

পশু ও মানুষে ছিল মেলামেশা ভাষাহীন জানাজানি,
ছোট ছোট ভাই ভগিনীর মত ছিল বহু হানাহানি ;

জীবন আছিল, আনন্দ ছিল, মৃত্যুও ছিল সেথা,
ছিলনা কেবল রহিয়া রহিয়া মন মরিবার ব্যথা ।

ছিল না সেথায় দুর্জয় লোভে দহন দিবস নিশা,—
লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিঁড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা ।

ছিলনা এমন খাজনার খাতা খাজাঞ্চী-খানা জুড়ি',
সেলামী ছিলনা, গোলামী ছিল না, হাইতোলা-সাথে-তুড়ি ।

হায় বনবাস ! সজীব, সরস, শতগুণে তুমি শ্রেয়,
এই পোড়া মাটি রস-বাসহীন মানুষে ক'রেছে হেয় ;

এই কাঠ খোঁটা—বসন্তে যাহা আর ফোটাবে না ফুল,
এরি সহবাসে নীরস মানুষ,—জীবনে মানিছে ভুল ।

উর্দ্ধে উঠেছে দুর্গ প্রাচীর, মানব শোণিতে আঁকা,
আকাশ সুনীল কুটির বাসীর চক্ষে পড়েছে ঢাকা ;

হোমশিখা ।

সাগরের বায়ু বাধা পেয়ে পেয়ে সাগরে গিয়েছে ফিরে,
মানবের মন এমনি করিয়া মরিয়া যেতেছে ধীরে ।

তরবারি শুধু ফিরিছে নাচিয়া বিপুল হেলার ভরে,
বাঁধন কাটিতে জন্ম যাহার সেই সে বন্দী করে !

বলবান যেই,—ধর্ম্য যাহার ক্ষত ও ক্ষতির ত্রাণ,
সেই সে ঘটায় জগতের ক্ষতি, সেই করে ক্ষত দান !

অমল যশের লালসায় হার জয়ের মশাল জালি',
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীর্তির কালি ।

বক্ষ্যা সোণায় এরা বড় জানে,—জননী মাটির চেয়ে,
'সফলতা যা'র অণুতে রেণুতে চিরদিন আছে ছেয়ে ;

তবু এরা জানী, তবু এরা মানী, এরা ভূস্বামী তবু,
ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা—এরা তাহাদেরি প্রভু !

যা'রা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল,
তা'রা আছে শুধু খাটিয়া বহিরা ফেলিবারে শ্রমজল ;

তা'রা আছে শুধু কথার কথায় হইতে যোত্রহীন,
'দেড়া' 'ছনো' দিয়ে বর্ষে বর্ষে কেবল বহিতে ঋণ ;

সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল' মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি' চারিধার আছে হাহাকার, পলাবার আশা মিছে।

এত বড় এই ধরণীর বুকে তাহাদেরি নাহি ঠাই,
তবুও ভূমির ভৃত্য, ভক্ত, ভর্তা সে তাহারাই !

তা'দের নয়নে ফলময়ী ভূমি স্নেহময়ী মা'র চেয়ে,
রমণীর চেয়ে রমণীরা—যবে কাল মেঘ আসে ছেয়ে ;

কন্টার চেয়ে কান্তিশালিনী, হাশুশোভনা ভূমি ;—
কি বুঝিবে মূঢ় রাজস্বভূক, এর কি বুঝিবে ভূমি ?

তবুও সমাজ তোমা হেন জনে ভূস্বামী বলি' মানে ;
প্রকৃত স্বামী সে দীন কৃষকের কথা কে তুলিবে কাণে ?

বলের গর্জ পর্বত হ'য়ে বাড়ার ধরার ভার,
চলে লুণ্ঠন কুণ্ঠাবিহীন ঘরে ঘরে হাহাকার ;

প্রবল দস্যু বিকট হাশুে বিশ্বভুবন মথি',
স্বনামের হার গলার দোলায়ে চলেছে অবাধ-গতি !

নিরীহ জনের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারি,
বাগকে বৃদ্ধে বধিয়া চলেছে, বাঁধিয়া চলেছে নারী !

হোমশিখা।

পিশাচের প্রায় ক্রূর হিংসার শবেরে দিতেছে ফাঁসী,
সপ্ত সাগর মানে পরাভব ধু'তে কলঙ্ক রাশি !

ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী,—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন বৈভব তাহাদেরি সব, তা'রা বীর, তা'রা জয়ী !

ক্ষুদ্র প্রদীপে নিবা'তে পবন ! যতন তোমার যত,
সেই শিখা যবে দহে গো ভবন কোথা রহে তব ব্রত ?

হায় সংসার, ক্ষুদ্র মশার দংশন নাহি সহ,
মৃত্যুর চর ক্রূর বিষধর তা'রে পূজ' অহরহ !

তবু উত্তত রয়েছে নিয়ত বৈভবে দিয়ে লাজ,
বলী দুর্বলে করিতে সমান বিশ্বদেবের বাজ !

মুক্ত রাখ গো মনের দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে,
যুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা' কিছু আছে ;

বলের দর্প, কুলের গর্ব, ধনের গরিমা ল'য়ে,—
মুক্ত বাতাসে বাক্য-বেড়ার ফেল'না ফেল'না ছেয়ে;—

জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীয়ে ব'ল'না হেয়,
অর্দ্ধজগতে ক'র' না গো হীন জগতের মুখ চেয়ো ।

স্নেহবলে নারী বন্ধ শোণিতে ক্ষীর করি' পারে দিতে ;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন্ মূঢ় অবনীতে ?

তারি-সুগহন গগনের পথে চলেছে মরাল-তরী,
তা'রি মাঝে নারী পুষ্প-প্রতিমা সুসমা পড়িছে ঝরি' ;

চরণের বহু নিম্নে জগৎ স্তব্ধ হইয়া আছে,
নন্দন-বন-বিহারী পবন ফিরি'ছে পায়েরি কাছে ;

কুন্তল দোলে, মস্তুরে চলে স্বপন-তরণী থানি,
সুপ্ত জগতে চিরজাগ্রতা প্রেমময়ী কল্যাণী !

কত কবি মিলে বিশ্বনিখিলে বন্দনা রচে তা'র ।
সঙ্গীত তুলি' ছ'টি আঁখি তুলি' চাহে শুধু শতবার ;

মুগ্ধ নয়ন স্বপ্নমগন, মৌন বচন সব,
সেতার, কানুন, বীণা, তানপুরা মানে যেন পরাভব !

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী ;
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তা'রি—তা'রি ।

• ক্ষেত্র বীজের প্রাচীন কাহিনী তুলে আর নাহি কাজ,
গেছে সংশয়, রমণীর জয়,—জগত গাহিছে আজ ;—

হোমশিখা ।

কত না বালক ধন্ত হ'য়েছে মায়ের মূর্তি লভি',
কত না বালিকা বহিয়া বেড়ায় জনকের মুখছবি ;—

তবে কেন মিছে কথার কলহ, দূর কর কলরব,
আর' কাছাকাছি আসুক মানুষ—আসুক মহোৎসব !

কে রয়েছ বলী, আর্ন্ত অবলে হাতে ধরি' লও তুলি',
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নরের নূতন দ্বার খুলি' ;

মানুষেরে যদি মনে জান' পর, শিক্ষা বিফল তবে,
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় তবে ।

দেবতার ঘরে গভী রেখনা—খোল' মন্দির দ্বার,
দেবতা কাহার' নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার ;

নরকের ভয় দেখারে মানুষে খর্ব ক'র'না তবে,
মানুষেরি প্রেমে হউক ধন্ত, লভুক পুণ্য সবে ।

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি' !
মুক মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অক্ল কি পায় আশি ?

উন্মাদ' সেথা লভে কি শান্তি ? পুষ্টি লভে কি ভ্রম ?
বন্ধ সেথায় বন্ধুর মুখ দেখিতে কি পায় পুনঃ ?

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর ?
কিবা সে পুণ্য ? কিবা সে পাতক ? মূল কোথা ছিল কা'র ?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়ী ? কে দিল বৃত্তি যত ?
কে করিল হায় মনুসস্তানে স্বার্থ সাধনে রত ?

তিমিরের পরে তিমিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিক চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে ;

যে বলে 'জেনেছি' ভণ্ড সেজন, নহে, উন্মাদ ঘোর,
সে জ্ঞান আনিতে পারে ইহলোকে জন্মেনি হেন চোর ।

ছায়াপথ জুড়ি' আলোক বিথারি' কত না তপন শশী,
শান্তির মাঝে অচিন্ত্য বেগে চলিয়াছে উচ্ছ্বসি' ;

কত না লক্ষ পুষ্পক রথ, যাত্রী কত না তার,
কোন্ সে তীর্থে যাত্রা সবার, কে বলিতে পারে, হায় ;

কা'রা করেছিল যাত্রা প্রথম ? পৌছিবৈ কা'রা শেষ ?
রথে রথে বাড়ে অস্থির স্তূপ, শাদা হয় কাল কেশ !

রথের মাঝারে জন্ম মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
সমুখে পিছনে শুধু বিস্তার—সীমাহীন ছায়াপথ !

হোমশিখা ।

কলরব করি' যাত্রী চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ু শ্রোতে যার ভেসে ;

প্রার্থনা ভেসে কূলে ফিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে অঁকড়ি' প্রাণে পায় সান্ত্বন !

সেই মানুষেরে ক'র'না গো হেলা তা'রে ক'র'না গো ঘৃণা,
এ জগতে হায় কি আছে নরের—নরের মমতা বিনা ?

অভিষেক যা'রে করেছে তপন, আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্না-মদিরা যে করেছে পান সেই সে আমার ভাই ;

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে,
সলিলে যাহার আছে অঁখিজল সে আমার দুখে সুখে ;

কুসুম-সরস ধরণী যা'দের বহিছে পরশ থানি,
জীবনে মরণে কাছে আছে তা'রা, মনে মনে তাহা জানি ।

জাগ' জাগ' ওগো বিশ্বমানব ! বারতা এসেছে আজ—
তোমার বিশাল বপু হ'তে ছিঁড়ে কেল ভূত্যের সাজ ;

জানু পাতি' কেন রয়েছ নীরবে অবনত করি' মাথা ?
কা'রা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা ?

ঘণ্টা বাঁঝার কর্ণে বাজায় বধির করিছে কা'রা ?

অক্লুশ হানি' অঙ্গে কে তব বহায় রক্ত ধারা ?

জানু পাতি' কেন অবনত শিরে রয়েছ নীরবে, হায়,

দাঁড়াও উঠিয়া, ঘৃণ্য কীটেরা পড়ুক লুটিয়া পায় ।

দাঁড়াও হে ফিরে উন্নত শিরে হাসি' উজ্জল হাসি,

হাতে হাতে ধার' গুণী, জ্ঞানী, বীর, শিল্পী, রাখাল, চাষী ;

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী,

সাম্যের মহাসঙ্গীত নব গাহ মিলি' নরনারী !

“আমরা মানিনা মানুষের গড়া কল্লিত যত বাধা,

আমরা মানিনা বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা ;

মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগুস্বর,

দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁ'র ঘর ;

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,

জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতল্ল করে ;

আশা আমাদের স্মৃতিকা ভবনে বিরাজিছে শিশুরূপে,

তা'রি মুখ চেয়ে জগতের বাহু খাটিয়া চলেছে চূপে !

হোমশিখা ।

ধনের চাপে যে পাপের জনম এ কথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি ;

দোষীকে আমরা নাশিতে না চাই, মার্জনা করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আত্মরে দৃষ্টি' না ভাই ।

যা'র কোলে শিশু হাসে আহ্লাদে শিশু-হিয়া জানি তা'র,
যা'র স্নেহে ভূমি হয় গো সফলা ভূমি তা'রি আপনার ।

মানি না অশ্রু বিধি ও বিধান মানি না অশ্রু ধারা,
মানি না তা'দের সংসারে যা'রা করেছে দুঃখ-কারা ।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখন তাহারে মানি ;

আমরা মানি না শিখা, ত্রিপুরা, উপবীত, তরবারি,
জাঙ্গা খাতার, ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমতারি ।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
নূতন ভারত এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি ।

নয়ন মোদের উজ্জল হ'য়ে উঠেছে সহসা তাই !
হৃদে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই !

চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে,
বাহু প্রসারিয়া ছুটেছে মানব মানব-হিয়ার তরে !

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তা'র আধা !

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি',
আজীবন যা'রা আছিল বন্দী তা'রাও লভিছে ছুটি !

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের ফুটিছে বাণী,
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি ।

অস্ত্রায় সাথে বিস্মৃতি নদে ডুবুক অত্যাচার,
সামোর মহাসঙ্কীতে সুর যাক্ মিলি' সবাকার ।

এস তুমি এস কর্ম্মী পুরুষ, এস কল্যাণী নারী,
প্রভু আমাদের বিশ্বমানব মোরা জয় গাহি তাঁ'রি ।

কা'র বন্ধন হয়নি মোচন—কারায় কাঁদিছ বসি'—
গাহ মির্ভয়ে সামোর গান—শিকল পড়ুক খসি';

উচ্চে সবলে উচ্চার' ওগো সামোর মহাসাম,
কর করাঘাত কারাতবনের দ্বারে অবিশ্রাম ;

হোমশিখা !

দুর্বল বাহু বল পা'বে ফিরে,—ওগো হও একসাথ,
কণ্ঠে মিলাও কণ্ঠ আবার, হাতে ধরি' লও হাত ;

অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদি গো পায়,—
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হ'তে কেন বঞ্চিতবে তার ?

নারী ও শূদ্র নহেক ক্ষুদ্র, হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আশ্রনের আগে তোমাদেরি মত দহে ;

তাহাদের' রাঙা রক্ত রয়েছে, তাহাদের' আছে প্রাণ,
আশা, ভালবাসা, ভয়, সংশয়, আছে ; আছে অভিমান ;

তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোকে, বেদনায়, তোমাদেরি মত ভোগে,
তোমাদেরি মত মর্ত্য মানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে ;

ওগো ধনবান, ওগো বলবান, জেন' তোমাদের' আছে,
তাহাদেরি মত গ্রহি অপটু—স্বল্প মাথার মাঝে !

মানুষ মানুষ ; শক্তি মূরতি ; বলি ধরে সে বুকে ;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেববিভা তা'র মুখে ;

সে যে জন্মেছে ধরণীর বুকে, কে তা'রে ছিঁড়িয়া ল'বে !
সে যে দিনে দিনে হয়েছে মানুষ, তা'রে ঠাই দিতে হ'বে !

হোমশিখা ।

তা'র বাঁচিবার, তা'র বাড়িবার অধিকার আছে—আছে ;
কার' চেয়ে দাবী কম নহে তা'র এ বিপুল ধরা মাঝে ।

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযুষ-সুধা,
বলী দুর্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা ।

সবিতা যাহারে করেছে আশীষ, ধরণী ধরেছে বুকে,
সে কভু জগতে মরিতে আসেনি,—মরিতে আসেনি ভুখে ।

নগ্ন মুরতি, হর্ষমুকুল, শিশু আসে ধরাপরে,
স্বণার পক্ষ তা'রে মাখায়োনা ওগো পঙ্কিল করে ;

রক্তপায়ীর মুখোস্ পরায়ে তা'রে নাচায়োনা, ওরে,
দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র ভণ্ড তাহারে সাজায়ো না হেলাভরে ;

সুকুমার হিয়া চরণে দলিয়া মানুষে যন্ত্র করি'
শ্রামা ধরণীর পুলকের হাসি নিয়োনা নিয়োনা হরি' ।

আহা শিশু হিয়া উছসি' উঠিয়া দূরে ফেলে দেয় সাজ,
ধনী ও দিনের ছল্লাল মিলিয়া খেলিতে না মানে লাজ !

আজ' শোনা যায় হৃদয় নিলয়ে প্রকৃতির মহাবানী,
তাই মাঝে মাঝে যেন থেমে আসে জগতের হানাহানি ;

হোমশিখা।

ওগো তবে আর—যাহা! আপনার—তা'রে কেন রাখ দূরে?
ওই শোন, শোন,—রাগিনী নূতন ধ্বনিছে বিশ্বপুরে!

জীমূত মন্ড্রে সপ্ত সিন্ধু গাহিছে সাম্য-সাম,
মন্দ পবন নূতন মন্ত্র জপিছে অবিশ্রাম!

প্রভাত তপনে, গগনে, কিরণে পড়ে গেছে জানাজানি,
মেদিনী ব্যাপিয়া তুণে পল্লবে স্নগোপন কাণাকাণি!

পুরাণ বেদীতে উঠিছে দীপিয়া অভিনব হোমশিখা,
এস কে পরিবে দীপ্ত ললাটে সাম্য-হোমের ঢীল!

কত না কবির উন্মাদ গীতি আজিকে শুনিতে পাই,
বাহু প্রসারিয়া রয়েছে তাঁহারা আজি যেই দিকে চাই!

হে শুভ সময়! গাহি তব জয়, আন' বাঞ্ছিত ধন,
অক্ষয় দানে ধনী ক'রে তুমি দাও মানুষের মন;

কর নির্যাস, কর নিরাময়, কর তা'রে নির্ভয়,
প্রেমের সরস পরশ আনিয়া দুর্জয়ে কর জয়।

তাই সে আবার আনুক ফিরিয়া ভায়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হতাশনে;

হোমশিখা।

সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হ'ক পুনরায় ;

সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হ'ক,
সামোর গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্যালোক ।



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

বেণু ও বীণা ।

নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—সর্বত্র প্রশংসিত । ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট ।
মূল্য ১/- এক টাকা ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—“তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার
পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয়
পাওয়া যায় ।”

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন—“আপনার ‘বেণু ও বীণা’
পাঠ করিয়া অনেকদিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ
করিলাম ।”

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি বলেন—“তোমার ‘বঙ্গজননী’ ‘ঝড়
ও চারাগাছ’ প্রভৃতি কবিতা চমৎকার ।”

“বঙ্গবাসী” বলেন—“ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, ঝঙ্কারে, কবির
অস্তুদৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে ।”

“অমৃত বাজার পত্রিকা” বলেন—“কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল
দেশের চাইতে শ্রামল’ শীর্ষক গানটি অতি চমৎকার,—অমরতা লাভের
যোগ্য ।” •

“বসুমতী” বলেন—“এই নবীন কবি বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে উৎসাহ
লাভের যোগ্য পাত্র ; তাঁহার কবিতার ভবিষ্যৎ গৌরবজনক, একথা
আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি ।”

“যুগান্তর” বলেন—“সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতাগুলি সুন্দর, তাঁহার

লেখনী তেজোপূর্ণ কবিতা প্রসব করিয়া তাঁহার নাম অমর করুক ইহাই আমাদের কামনা।”

“বেঙ্গলী” বলেন—“অধিকাংশ কবিতাই মৌলিকত্ব পরিচায়ক বিশেষতঃ স্বদেশ সম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক কবিতাগুলির প্রতি আমরা আমাদের পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।”

শ্রীকালীচরণ মিত্র প্রণীত ।

যুধিকা (বিখ্যাত গল্পের বহি) মূল্য ১/- এক টাকা ।

ইংলিস্ম্যান বলেন—“ইংরাজীতে অনুবাদিত হইবার যোগ্য।”

অন্নমধুর (হাস্য রসাত্মক নাটিকা) মূল্য ৥০ আট আনা ।

—*—

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার ।

অক্ষয় কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত ;

মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা ।

অনেকদিনের পর আবার প্রকাশিত হইল ;

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ।

প্রথম ভাগ ... মূল্য ২।০

দ্বিতীয় ভাগ ... মূল্য ৩।০

উপরোক্ত পুস্তক সমূহ ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায় ।

